পাণ্ডবের

অজ্ঞাতবাস।

(দৃশ্যকাব্য।)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

কলিকাতা

১০০।১ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট

বাল্মীকিযন্ত্রে

শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত

সন১২৯৩ সাল।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

শ্রীকৃষ্ণ।

যুধিষ্ঠির।

ভীম।

অর্জ্জুন।

নকুল।

সহদেব।

অভিমন্যু।

বিরাট।

উত্তর।

কীচক।

ধৌম্য।

মন্ত্রী।

দুর্য্যোধন।

ভীষ্ম।

দ্রোণ।

কর্ণ।

শকুনি।

দুঃশাসন।

কৃপাচার্য্য।

অশ্বত্থামা.

সুশর্ম্মা।

ত্রিগর্ত্তগণ।

দূত, প্রজা, উপকীচকগণ নাগরিকগণ, বাদ্যকর,
সৈন্যগণ, গোরক্ষক।

স্ত্রী।

দ্রৌপদী।

সুদেষ্ণা।

উত্তরা।

সখীগণ, দাসী ইত্যাদি।

পাণ্ডবের

অজ্ঞাতবাস।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দ্বৈতবনের সম্মুখ।

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল সহদেব।

যুধিষ্ঠির। শুন পার্থ! পুন,
অতীত কালের চিত্র সম্মুখে আমার।
রাজ্য, ধন মান দিয়া বিসর্জ্জন,
দুখের সোদর সম
রণে বনে দুর্গমে কান্তারে
বাকল বসনে ফিরিয়াছি সবে,
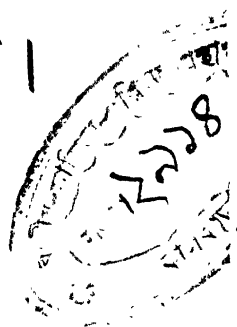
কাল আবর্ত্তনে সুখ দুঃখ ভাগ্যচক্রে
ফিরিয়াছে দিবা নিশি চক্রনেমী মত।
সুখের সংসারে ছিনু চিরকাল,
সেই ভাগ্যবিপর্য্যয় হেতু, কভু
কাঁদে নাহি অন্তর আমার।
আজি একচিন্তা দহিতেছে অন্তর মম —
ঝরিতেছে বারিধারা দুনয়নে,
হায় হায়. ফেটে যায় পরাণ আমার—
দেব সম দিবা নিশি পূজিয়াছি
যে মানব শ্রেষ্ঠ দ্বিজকূলে—
পদচিহ্ন যাঁর আপনি হৃষিকেশ
বক্ষে ধরি রাখেন সতত;
হায়! ফুরাইল আজি সে সুখ আমার;
পূর্ণ হ'ল দ্বাদশ বরষ।
শুন বৃকোদর! ভাই রে আমার!
প্রাণ কাঁদে অনিবার, উপায় না পাই আর
কর স্থির, কি উপায়ে কোথা রবে.
অজ্ঞাতবাসে একবর্ষকাল?
আছে দুর্য্যোধন চর নগরে নগরে
মোদের সন্ধান হেতু।

অর্জ্জুন। দেব! উপায় না দেখি আর।
হয় মনে আশঙ্কা আমার
পুন দুর্য্যোধন চর লইয়া সন্ধান

নাশিবারে পাঞ্চালীর সহ পঞ্চভ্রাতা
জতুগৃহ করিবে নির্ম্মাণ, হায় দেব।
বুঝিতে না পারি কি আছে কপালে।
প্রাণ কাঁদে নিত্য মোর,
চিন্তা স্রোতে ভেসেযায় হৃদয়ের বল
বিশাল তরঙ্গ মাঝে কুসুম যেমন,
রে বিধাতঃ! কত দুঃখ লিখেছ কপালে।

ভীম। শুন ধনঞ্জয়!
ভাই রে আমার! নাহি ভয় ভীমের হৃদয়ে
পদতলে দলিব শত্রুরে আসে যদি
পাণ্ডব বিপক্ষে পুন;
সাধিব তর্পণ ক্রিয়া কুরু রক্তস্রোতে।

অর্জ্জুন। দেব! হইল স্মরণ,
আশীর্ব্বাদ করেছেন ধর্ম্ম,
সেই বরে অবশ্য নরের অজ্ঞাতে
যাপিব সকলে একবর্ষ কাল।
আছে বহু রমণীয়স্থান
কুরুমণ্ডল চৌদিকে
কহ কোন দেশে রবে তুমি?
কোন রাজা হ'বে ভাগ্যবান
তোমারে পাইয়া পুন।

যুধি। শুন পার্থ!
দেব বাক্য অন্যথা না হবে,

কুরুদেশ চৌদিকে বিরাজে যতেক গ্রাম—
(চন্দ্রমণ্ডল মাঝে শশীকলা যথা—
কিম্বা, খচিত তারকা রাজি
নীলনভঃ মাঝে কৃত্তিকা যেমতি)
বিরাট তাহার মাঝে রমণীয় স্থান।
প্রাণ চাহে সদা থাকিতে তথায়—
কহ, কে দিবে কি পরিচয় বিরাট নগরে
ভূপতির পাশে?

অর্জ্জুন। কোন কর্ম্ম লবে তুমি ধর্ম্মরাজ।
ধীর, ধর্ম্মজ্ঞানী লজ্জাশীল
সত্য নিত্যব্রত যার
সেই ন্যায়বান রাজা এ বিপদে
কোন কার্য্য করিবে আশ্রয়?
যার সেবা হেতু শত শত রাজার তনয়
কিঙ্করের সম থাকিত দাঁড়ায়ে, সেই
রাজা আজি দাসকার্য্যে হবে নিয়োজিত
আরে আরে বিধাতঃ নির্দ্দয়!
সৃজিলি কি এই হেতু পাণ্ডব কুমারে;
হা দারুণ! কি কঠিন হৃদয় তোমার।

যুধি। নিন্দ নাহি বিধাতারে; শুন ভাই,
পূর্ব্বজন্ম কর্ম্ম ফল ভুঞ্জে নর এ জগতে
কিবা দোষ বিধাতার তায়?
সেই কর্ম্ম ফলে পাশক্রীড়ায় ডাকিলাম

শকুনি মাতুলে, একে একে রাজ্য ধন
হস্তি, অশ্ব, হারাইলাম পণ হেতু ;
ছিল মাত্র এদেহ সম্বল, পুন করিলাম পণ
পঞ্চভ্রাতা দ্রৌপদীর সাথে রব বনে
দ্বাদশ বরষ, তবু চেতন না হ'ল মন,
পুন, চালি পাশ করিলাম পণ
রব বনে নরের অজ্ঞাতে একবর্ষ কাল,
সেই পরীক্ষার স্থল সম্মুখে আমার।
বিপিন নিবাসে, অনন্ত উল্লাসে
গেছে শান্ত দিবা নিশি ;
প্রাণ কাঁদে ভাই ! হেরিলে তোদের এ
পড়ে কিরে মনে ভাই।
[illegible]বে মৃগয়ার হেতু নিত্য দেশ দেশে
ভ্রমি দেশে দেশে মাংস ভার বহি
আসি কুটিরের পাশে, দেখিত সকলে
নাহি জীবন দায়িনী—হৃদি বিদারিত
মোর, পড়ে কিরে মনে ভাই !
কত শোক পেয়েছি অন্তরে।

ভীম। ধর্ম্মরাজ ! নাহি কাজ স্মরি পূর্ব্ব কথা
জীবনের শোক বাড়ে অনুদিন
নিত্য চাহে প্রাণ সাধিতে তর্পণ ক্রিয়া
কুরু রক্ত স্রোতে।

নকুল। ওহো ! ধিক্ এ পাণ্ডব জীবনে।

পূর্ব্ব স্মৃতি লুপ্ত হ'ক চিরকাল তরে।
এস কাল কৈবল্য দায়িনী!
হও সঙ্গিনী আমার, এস এস
ঘুমাইব তব কোলে। কিম্বা, ইচ্ছা করে
উপাড়িয়া স্মৃতি নিক্ষেপি অনন্ত সাগরে
বিরাম লভি রে চিরদিন।

সহদেব। অধীর না হও ভাই!
কর্ম্মফলে সুখ দুঃখ ঘটে অনুদিন
মানব জীবনে, শোক কর কেন সেই হেতু?

যুধি। শুন ভাইরে আমার!
পাশক্রীড়ারত মৎস্যরাজ;
পশি বিরাট নগরে ভূপতির পাশে
কঙ্ক নামে দিব পরিচয়,
কহিব তাহারে জানি আমি
বৈদূর্য্য কাঞ্চনময় বিবিধ বরণ
অক্ষ সবে যথা স্থানে করিতে স্থাপন,
কহিব তাহারে ছিনু সখা যুধিষ্ঠির পাশে।
চল সবে বিরাট নগরে।

সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দ্বৈতবনের মধ্য।

দ্রৌপদী ও যুধিষ্ঠির।

দ্রৌপদী। ছায়া সম ফিরি বনে পর্ব্বতে কন্দরে
বহু দেশ দেখেছি নয়নে, হায় নাথ।
স্বভাবের হেন চিত্র কভু হেরি নাই
নয়নে আমার; পবিমল বহিছে পবন
বিজন প্রান্তরে বিলাইছে হাসি হাসি।
হের ফুলের কলিকা গুলি কিবা দুলিছে সমীরে
মরি মরি কত শোভা প্রকৃতি অধরে?
ফুটিয়াছে ফুল, পবনে আকুল,
অবনত শিরে দাঁড়ায়ে দুধারে
হেসে হেসে দুলে দুলে, হাসির তরঙ্গ তুলে
হের নাথ! হের ডাকিছে আমারে,
কচি পাতা গুলি, আনন্দ লহরী তুলি,
হাসিতেছে সবে আনন্দ অন্তরে:
দেখ নাথ! দেখ তলে কুসুম রতন
চিকনিয়া গাঁথি মালা পরিব ভূষণ।
আহা! শোক দূরে যায় হেরিলে মাধুরি
যুধি। হের প্রিয়ে! অশোকেরতলে মৃগশিশু করে খেলা

দ্রৌপদী। দেখ প্রাণেশ্বর! প্রকৃতি অধর,
হাসিতে ভরা,
কুসুম রতন, সৌরভে কেমন,
পুরেছে ধরা।
প্রকৃতির কোলে, শত চন্দ্র দোলে,
পবন নাচিছে গায়।
প্রফুল্ল অন্তরে, থরে থরে থরে,
কুসুম হাসিছে তায়
মলয় বহিছে, পাখী কুজনিছে,
আহা! নবীন কুসুম পাশে।

যুধি। হেরিলে প্রকৃতি মুখ সব দুখ যাই ভুলে,
ফুরায় জীবনে মানবের আশা যত,
বিভোর অন্তরে বেড়াই সতত
প্রকৃতির পাছে পাছে; ধিক নর আশা —
কু-আশার ছলে ছিন্ন করি প্রেম ডুবি —
বিমল প্রকৃতি বক্ষে ছিটাইছে নিত্য
ভ্রাতৃ-রক্ত; সেই স্রোতে প্রক্ষালি চরণ
নিত্য আশা প্রসারিছে বাহু রাজ্য হেতু।
কুক্ষণে লভিনু জন্ম জননী উদরে
হেরিলাম পাপরাশি চৌদিকে আমার।
এস তারা অধম তারিণী এস এস
মা আমার, লহ কোলে অধম সন্তানে,
জননি গো! আর ব্যথা দিও না অন্তরে

নাহি প্রাণে বিন্দুমাত্র স্থান সহিবারে
দুখ রাশি, লহ লহ সন্তানে তোমার
ঘুমাইয়া কোলে, বিরাম দায়িনী তুমি!
শৈশবের সুখ রাশি জাগুক অন্তরে
ধৌত করি প্রাণ জ্বালা নয়নের জলে।

দ্রৌপদী। একি নাথ! কেন বিষণ্ন অন্তর তব?

যুধি। শুন জীবন-সঙ্গিনি!
প্রাণ কাঁদে মোর হেরিয়া তোমায়,
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহরাশি হেরে নাহি নয়নে যাহারে
আজি সেই দ্রুপদনন্দিনী ভিখারিণী সমা—
ফিরিতেছে রাজপথে।
রাজার তনয়া তুমি রাজকুল বধু
অভাগার অদৃষ্ট বলে কাঙ্গালিনী আজি।
ওহো! হতভাগ্য আমি, কোন আশে চালি
পাশ করেছিনু পণ শকুনির সাথে—
বিসর্জ্জিতে রাজ্যলক্ষ্মী, স্বেচ্ছায় ভাঙ্গিতে
মঙ্গল ঘট চরণ আঘাতে।
অকলঙ্ক পাণ্ডবের কুলে কলঙ্ক রোপিনু।
আরে আরে পাপগ্রহরাশি! কত কাল
আর ভাসাইবি দুখার্ণবে—শুকাইতে
বিজন বিপিনে এই শিরীষ কুসুম?

দ্রৌপদী। তৃষ্ণাতুরা আমি, দেয় পানীয় আমায়
নিবারিতে তৃষ্ণা নাথ!

যুধি। চল প্রিয়ে সরোবর পাশে।

উভয়ের প্রস্থান

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। অদৃষ্ট করিব পরীক্ষা আজি ; দেখিব—
কত দুঃখ রহিয়াছে সঞ্চিত ললাটে।
জন্মাবধি বহু ক্লেশ সয়েছি অন্তরে
ফিরিয়াছি বনমাঝে বনচারী মত ;
দেখিব আরও কত লিখেছে ললাটে—
যাই ধর্ম্মরাজ পাশে।

প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সরোবর সন্নিকটস্থ শিলাতল।

দ্রৌপদী ও যুধিষ্ঠির।

যুধিষ্ঠির। প্রিয়ে! ক্লান্ত যদি তুমি পথ শ্রান্তি হেতু
এস বসি এইস্থানে।
আহা! স্বর্ণ-সরোজিনী বিবর্ণ হয়েছে শ্রমে ;
স্বেদবারি ঝরিতেছে অবিরল ধারে

চাঁদমুখ হতে, রাজার তনয়া তুমি
রাজ্যসুখ দিয়া জলাঞ্জলি
পথে পথে অনাথিনী সমা ফিরিতেছ দিবা নিশি ;
না জানি কত ব্যথা লেগেছে চরণে তব ?
রাজ্য আশে বনবাসে কত তাপ
দিয়াছি তোমারে দেবেন্দ্র-মানস-মণি
যে রূপের খনি,
আমা হেতু সে সোনার নলিনী
যতন অভাবে সুখাইছে দিনে দিনে ।

দ্রৌপদী। একি কথা শুনি নাথ !
কায়া ছায়া প্রভেদ কোথায় ?
স্বামী সাথে রবে নারী দুর্গম কান্তারে,
অনাহারি থাকি দিবানিশি,
রাজ সুখ করে অনুমান
অনাথিনী জনম দুখিনী যেবা
পতি সাথে সেও থাকে সুখে ,
দ্রুপদ-নন্দিনী আমি পাণ্ডবের বধূ
দিব আমি উচ্চ শিক্ষা জগৎ মণ্ডলে ,
হব আদর্শ জগতে,
শিখাইব নারী প্রেম রমণী মণ্ডলে ;
বনবাসে আসি যবে করেছিনু স্থির
বনে রব স্বামী সেবা হেতু ;
ক্লান্ত যবে হবে তোমরা সকলে

অঞ্চলে করিব ব্যজন
কেশে মুছাইব চরণ দুখানি।
নব দুর্ব্বাদলে রচিয়া শয়ন
ছিঁড়ি নব তৃণ লতা পাতা
শোয়াইব তোমারে যতনে
ফল মূল আনি খাওয়াব সকলে।

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। দেব! বেলা অস্ত প্রায়
চল ত্বরা বিরাট নগরে।

সকলের প্রস্থান

(পট পরিবর্ত্তন।)

বন মধ্যস্থিত পথ।

দ্রৌপদী ও যুধিষ্ঠির।

খাম্বাজ পাহাড়ি—লোফা।

দ্রৌপদী। বিলাও বিলাও শশী চিত চকোরে,
সুধার ধারা ঢাল, ঢাল, নব অধরে,
চিত চঞ্চল ঘন ঘন,
দুরু দুরু শিহরণ,

ঢাল, ঢাল অমিয়া রাশি অকাতরে,
নিতি নিতি বারি দানে,
প্রকৃতি প্রেম বিতানে,
পিও পিও সখি! সুধা লো! পিয়াসা ভ'রে।

অর্জ্জুন। হের দেব! মুদে আঁখি প্রকৃতি সুন্দরী
অনন্ত মাধুরী মিশাইছে অম্বরে।

দ্রৌপদী। হের নাথ! কি সুন্দর!
তুমি যাও ফুল ফুটে, পবন সুগন্ধ লুটে,
চাহি তব পানে থাকে কিছুক্ষণ,
তুমি না চাহিলে ম্লান মুখে কাঁদে;
রহ নাথ! এই স্থানে কিছুক্ষণ।

যুধি। প্রিয়ে! ক্লান্ত কি তুমি?

দ্রৌপদী। আর কত দূর বিরাট নগর?

যুধি। নহে বহুদূর সে নগরী, হের দূরে
পর্ব্বতের চূড়া সম স্পর্শগতি করি
বোধ রয়েছে দাঁড়ায়ে রাজগৃহ চূড়া।
প্রবাল মাণিক হার, সজ্জিত তোরণ যার,
স্বর্ণ স্তম্ভ সারি সারি, হের প্রিয়ে! তদুপরি
কিবা উড়িছে পতাকা,
যেন চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ চির বিরাজিত:
আলোকে পুলোকময় মৎস্য দেশ।

দ্রৌপদী। হে নাথ! আর না চলিতে পারি।

যুধি। শুন বৃকোদর! ভাই রে আমার
এই স্থানে কর অবস্থান।

সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

ধৌম্যের কুঠির সম্মুখ।

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও ধৌম্য।

ধৌম্য। ধর্ম্মরাজ! মানব প্রকৃতি তুমি করেছ অভ্যাস
সেই হেতু, তুমি রবে অর্জ্জুনের সাথে
দ্রৌপদীর রক্ষা হেতু।
শুন এইমাত্র সার, সুহৃদে তোমার,
জ্ঞান দিবে, দান ধর্ম্ম বিনয় শিখাবে,
মিষ্টভাষে শিষ্টাচারে শত্রু রে বুঝাবে,
রাজবর্গে নিত্য তুষিবে এ প্রকারে।
রাগ দ্বেষ পরিহরি
সুখ দুঃখে সমভাবে তুষিবে সকলে,
অপমানে অস্থির না হবে যদবধি
পূর্ণ নাই হয় একবর্ষ কাল।

যুধি। কুলদেব! যথারীতি পালিব আদেশ তব
বিপদ সাগরে কর্ণধার তুমি
তার সবে মহাত্রাতা রূপে।

ভীম। দেব! দেখ গণি কোন গ্রহ রুষ্ট আর?
আছে পাঁচ ভাই
ছায়া সম দ্রৌপদী আমার
বনে বনে দুর্গমে কাননে
দুঃখের সাগরে জুড়াইবার স্থান;
আশঙ্কা আমার হারাই তাঁদের যেন।

ধৌম্য। শুন পাণ্ডব-কুমার! রহ একবর্ষ কাল
অজ্ঞাতবাসে বিরাটের পাশে
সুখ তারা দেখিবে নয়নে;
পুন পাবে রাজ্য ধন।
সার কর সে রাঙ্গা চরণ
যার বলে জয়ী নর;
নিত্য স্মরি শ্রীমধুসূদনে
জুড়াইবে তাপিত পরাণ,
শান্তিবারি স্রোত পাবে মরুভূমে।

যুধি। দেব! পাইব কি পুন হেরিতে নয়নে
পাণ্ডব-সহায়-সম্পদ-বল শ্রীমধুসূদনে?
বনবাসে নিত্য পূজি মানস-মন্দিরে
সে চরণ যুগল;
যার কৃপাবলে শোকের সাগর হতে
নিত্য লভি মোক্ষধাম,
সুখরাশি সঞ্চারে হৃদয়ে পুন।
হেরে সে মূরতি আর কি জুড়াবে প্রাণ?

দ্রৌপদীর প্রবেশ।

এস সতি ! নিকটে আমার।

দ্রৌপদী। প্রণমি হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! আশীষ পাণ্ডবে
সুখে যেন কাটে চিরদিন।

ধৌম্য। লক্ষ্মী স্বরূপিণী তুমি পাণ্ডব-মহিষি
আশ্রয়ে তোমার পাপরাশি দূরে যাবে
সুখী হ'বে প্রজা সমুদয়।

(স্বগতঃ) হেরিলে নয়নে ওই মোহিনী-মূরতি
যে কাল অনল জ্বলিবে হৃদয় মাঝে
কার সাধ্য রোধিবে তাহারে ?
সতীত্ব অনলে পাপরাশি হ'বে ভস্ম।
(প্রকাশ্যে) করি আশীর্ব্বাদ দ্রুপদনন্দিনি।
স্বামী সাথে সুখে রহ চিরদিন।

ধৌম্যকে প্রণাম করিয়া সকলের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কালিন্দী নদীতীর, দূরে পর্ব্বত।

যুধিষ্ঠির ভীম অর্জ্জুন ও দ্রৌপদী।

যুধি। শুন পার্থ! কোথা রাখি আয়ুধ সকল
প্রবেশিবে রাজপুরে? হেন বেশে
প্রবেশিলে পুরী, কত কথা কবে লোকে
আশঙ্কা করিবে কেহ, ভুবন বিদিত
গাণ্ডীব তব হে গাণ্ডীব-ভূষণ!
হেরিলে এ বেশে তোরে—
পরিচয় পাইবে জগত কহিবে সকলে
আসিয়াছে পঞ্চ ভ্রাতা বিরাট নগরে
যাপিবারে একবর্ষ কাল, ফুরাইবে
পাণ্ডবের আশা পুন। হায় ভাই!
ভাবিয়া না পাই, কোথা রবে প্রতিজ্ঞা আমার?
চালি পাশ শকুনির সাথে
করেছিনু পণ রব একবর্ষ কাল
অজ্ঞাতবাসে প্রাণী মাত্রে যদি, পায় পরিচয়
পুন দেশে দেশে ভ্রমিব দ্বাদশ বরষ।
বুদ্ধি না জুয়ায় ভাই! কর স্থির,
কি উপায়ে কোথা রাখি

আয়ুধ সকল প্রবেশিবে পুরে ?

অর্জ্জুন। মহারাজ !

হের দূরে পর্ব্বতের পরে আছে শমী—
ভয়ঙ্কর কায়, হেরে ভয় পায়—
শ্মশানের মাঝে আঁধার জননী যেন ;
চারি দিকে বন, বিশাল কানন,
হিংস্র বন্যচর বিহারে সতত,
অস্থি রাশি পর্ব্বত প্রমাণ
পবনে উড়ায় চৌদিকে।
এ শ্মশান কায়, হেরে ভয় পায়,
নর নারী যত।
যেই মহাস্থানে যক্ষরক্ষ ডাকিনী সঙ্গিনী—
নিত্য নাচে ভৈরব উল্লাসে
অট্টহাসে কাঁপে হৃদি,
সেই স্থানে বাঁধি লতায় পাতায়--
শবসম রাখিব আয়ুধ মম।
কাল পূর্ণ হবে যবে, পুন সবে আসি
লইব যতনে অস্ত্র—গাণ্ডীব আমার।
হে নকুল ভাই রে আমার ! যাও ত্বরা
স্থাপিবারে অস্ত্র সেই স্থানে।
ধীরে ধীরে উঠি বৃক্ষোপরে রাখ অস্ত্র ;
অসহায় পশিবে পাণ্ডব বিরাট নগরে।

যুধি। সার কর শ্রীমধুসূদনে—

যাঁর কৃপাবলে বিপদে বাঁচিল প্রাণ
জতুগৃহে পাপী পুরোচন হইল বিফল ;
লয়ে মুখে সেই নাম, সুখের মঙ্গল ধাম,
চল সবে পশিগে নগরে।
শোক দুঃখ যাবে দূরে, নিত্য উঠিবে অন্তরে,
বিমল আনন্দ স্রোত।

পট পরিবর্ত্তন।

রাজপথ।

দ্রৌপদী। আর কতদূর বিরাটনগর ?

যুধি। হের পার্থ ! ক্লান্ত দেবী পথ শ্রান্তি হেতু,
অবশ হ'য়েছে কায়, অলকা বহিয়া হায়
স্বেদবারি ঝরিতেছে ;
অন্তিম তপণ কর, দগ্ধ যেন চরাচর,
সব যেন পড়িছে ঢলিয়া চাঁদমুখপানে
ভুবনের চাঁদ করিতে দহন।

অর্জ্জুন। হের কৃষ্ণা ! আসিয়াছি বিরাটনগরে—
শুন কোলাহল, অনন্ত কল্লোল,
ভাসিতেছে রাজপথে প্লাবিয়া কানন।

প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বিরাট ও মন্ত্রী।

বিরাট। রাজ্যে আর নাহি আশা মম ;
ছি ছি আমা হেতু প্রজার দুর্দ্দশা !
যা কভু ঘটেনি এবে ভারতের ভাগ্যে
আমি লয়ে রাজ্যভার দিনু ছার খার
সোণার বিরাট রাজ্য।
দেবতা বাঞ্ছিত যাহা—অতুল বিভব
সোণার প্রতিমা খানি নন্দনকাননে
ডুবিল ডুবিল পাপ ভরে ;
স্বেচ্ছায় রাজ্যলক্ষ্মী দিনু বিসর্জ্জন।
হায় কোন পাপে কাঁদে পুত্র সম প্রজা
রাজ্যেতে আমার ?—কোন পাপে ভিখারীর সম
দ্বারে দ্বারে ফেরে অনাথা শিশু
ত্যজি মাতৃ কোল—সুখের আলয়

এ নশ্বর সংসার মাঝে ? অস্থি চর্ম্ম সার
না পারে বহিতে দেহের ভার, কভু
ঢুলে, কভু কাঁদে লুটিয়া ধূলায় ।
হে মন্ত্রি ! প্রাণ কাঁদে অনিবার—হের
কুঠীর নিবাসে অতি দীন বেশে
ভিক্ষায় নির্ভর করি দিন যায় যার
সেও সুখী আমা হ'তে ।
চিন্তার দারুণ বিষ হৃদয়ে যাহার
কহ কোথা সুখ তা'র ? আমি সুখে রব
দিবস শর্ব্বরী করিব যাপন
প্রজা রবে অনাহারে ;
প্রজা পুত্রে বিভিন্ন না হয় ;
হায় হায়, পুত্রে আমি নারিনু পালিতে ।
আরে আরে দেবতামণ্ডলি ! তোমরাও
নির্দ্দয় কি অভাগার প্রতি ; কোথা তুমি
দীনবন্ধো । দীনে দয়া কর দয়াময়—
দেয় দেয় স্থান মোরে পদতলে আজি
জুড়াই জীবন বিসর্জ্জিয়া পাপ দেহ ।
রাজা আমি প্রজা লয়ে, সেই প্রজা হেতু
নিত্য কাঁদে প্রাণ, না জানি কি উপায়ে
সাধিব প্রজার মঙ্গল পুন ।
অকাতরে কর ধন দান, প্রের যান
চারি দিকে, রাজকোষ প্রজার সুখের হেতু ।

যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।

কে আসিছে পুন? অতি দীন শীর্ণকায়
অন্নাভাবে হয়েছে মলিন;
কে তুমি? কোথায় বাস? কহ কোন অভিলাষে
এসেছ হেথায়? হের আছে কোষাগার
উন্মুক্ত প্রজার হেতু, লহ যথা ইচ্ছা তব।

কঙ্ক। হে রাজন! ব্রাহ্মণ আমি কঙ্ক মোর নাম,
ছিনু মনের উল্লাসে যুধিষ্টির পাশে
পাশ ক্রীড়া করি দোঁহে সুখে যাপিতাম
দিবস শর্ব্বরী, অন্য সাথে ক্রীড়া নাহি করি।
রাজ্য ত্যজি গেছে বনে পাণ্ডব কুমার,
প্রতিজ্ঞা পালন হেতু, তাই আসিয়াছি হেথায়।
কোন রাজা পুণ্যবান বিরাটের সম?

বিরাট। সুখে রহ ব্রাহ্মণ কুমার! অভিলাষ
পুরাইব যথা সাধ্য তব; শুন মন্ত্রি!
আজি হতে কঙ্ক রাজকার্য্যে সম অধিকারী।

একজন প্রজার প্রবেশ।

প্রজা। শুন রাজা! প্রাণ যায় অনশন হেতু,
রাজা তুমি রক্ষা কর জীবন আমার;
ছিল প্রাণের ললনা—জীবন এলনা
এত দুখে (অনাহারে ভ্রমি দিবানিশি

ভিক্ষায় হতাশ হয়ে ভগ্ন মন লয়ে
ফিরিতাম গৃহে যবে) ; সে চাঁদবদন
বুকে ধরি জুড়াতাম তাপিত জীবন ;
অনাহার—জীবনের জ্বালা যাইতাম ভুলে ;
কত আশা জাগিত অন্তরে, মনে হ'ত
স্বর্গে আমি, হেন চাঁদ মম আর নাহি।
হের সে রূপের রাশি জলদে প্রকাশি
ডাকিছে আমায় ; যাবে রাজা যাবে ?
এস এস ত্বরা করি মোর সাথে।
হের চাঁদ হাসে বিপিন নিবাসে,
অনন্ত উল্লাসে আমিও হাসি।

(উচ্চ হাস্য।)

একি রাজা ! তুমি নাহি হাস ?
হাসে জীবন-সঙ্গিনী আনন্দ-দায়িনী
হৃদি-বিলাসিনী মোর, তুমি নাহি হাস ?
এস এস সিমন্তিনী জীবন-সঙ্গিনী।
এস এস ত্বরা নিকটে আমার,
বিরলে দু'জনে বসে হাসিব আবার :
হাসি তুমি ভাল বাস—তাই আমি হাসি।
ফিরি অনাহারে দিবস যাপিয়া
কত হাসি হাসি প্রিয়ে ! তোমারে হেরিয়া।
রাজ্য—রাজ্য কার ? যার রাজ্য হের সেই

এসেছে এখানে, রব অনাহারে
মনের উল্লাসে ;
ধরিয়া তোমারে এই তাপিত হৃদয়ে।
ও কি প্রিয়ে! ও হাসিত হাসিনি আমি!
রহ রহ ওই স্থানে, যাই আমি,
দু'জনে হাসিব আজি বসিয়া বিমানে।
(বেগে প্রস্থান।)

বিরাট। নাহি কাজ বসি সিংহাসনে আর?
লহ অর্থ রাশি আছে যত ধনাগারে
ফিরি দ্বারে দ্বারে বিলাইব প্রজায়।
রাজ্যে কিবা কাজ
প্রজা যদি মরে অনাহারে।
ছি ছি ছি কলঙ্ক আমার অকাল মরণ ঘরে ঘরে।

একজন দূতের প্রবেশ।

রে দূত! কহ কি অশুভ সংবাদ পুন
এনেছ মোর হেতু?

দূত। নরনাথ! আশঙ্কা নাহিক আর
শস্য পূর্ণ বিরাট নগর,
আর নাহি কাঁদে প্রজা অনশন হেতু।
ভ্রমি ঘরে ঘরে দেখেছি নয়নে
বিষাদের চিহ্ন মাত্র আর
নাহিক প্রজার বদনে।

আছে মনের উল্লাসে সঙ্গিনীর সাথে,
পিতা পুত্রে—প্রজা তব।

বিরাট। মন্ত্রি! প্রবোধ না মানে মন, শুন আদেশ আমার
প্রের দূত নগরে নগরে
প্রজার অবস্থা জানিবার হেতু।
যে আছে যেখানে
রাজ্যের মঙ্গল হেতু পশি সবে মিলি
ভ্রমি দেশে দেশে অকাতরে কর ধন দান,
রাজকোষ প্রজার সুখের হেতু।
দেখ দেখ কেবা আসে পুন?
আয়ত আনন, দীপ্ত হুতাশন,
অসিত বসন দেহ আবরণ
রবি যেন মেঘে ঢাকা।
কেবা ঐ নর জিজ্ঞাস উহারে
কি অভিলাষে এসেছে হেথায়?
দেব কি দানব গন্ধর্ব কিন্নর নর
যেবা হয় মনোরথ পূর্ণিব উহার।

ভীমের প্রবেশ।

ভীম। হে রাজন! সূপকার আমি বল্লভ আমার নাম,
অভিলাষ অন্তরে আমার
আশ্রয়ে তোমার থাকি কিছুকাল।

বিরাট। হে বল্লভ! প্রাণ না চাহে সূপকার

বলিতে তোমারে, হেনরূপ এ লাবণ্য
পাচকের নহে। সত্য কহ কোন অভিলাষে
এসেছ এখানে? পুন কি উদয় দেব বলিরে ছলিতে

ভীম। নরেন্দ্র! আজ্ঞাবহ দাস আমি তব,
ছিনু যুধিষ্ঠির পাশে মনের উল্লাসে;
রাজ্য ত্যজি বনবাসে গিয়াছে পাণ্ডব
সেই হেতু এসেছি হেথায়।
মল্ল যুদ্ধে বাহু যুদ্ধে মম সম অন্য
জন নাহি আর; সিংহ বল ধরে বাহু।

বিরাট। সিংহ বল ধরে বাহু যার সসাগরা
ধরা অধিকারী সেই; রাজকার্য্য যোগ্য
তব, কিন্তু ইচ্ছা মহানসে রবে তুমি:
পুরাইব তব আশা। কে আছে এখানে
লয়ে যাও বল্লভেরে মহানসে।

একজন দূতের প্রবেশ ও ভীমকে লইয়া প্রস্থান।

একজন প্রজার প্রবেশ।

প্রজা। হাস হাস প্রিয়ে! জীবন-সঙ্গিনী
আমি কিন্তু হাসিব না আর।
হের অট্ট হাসে শিব-সীমন্তিনি
মহেশ-মোহিনী-রমা; (কাল এলোকেশী
কাল রূপিনী পদভরে কাঁপে ধরা)।
দানব দলনী—হের চতুর্ভূজে।

ওকি ! কেন কাঁদ—কেন কাঁদ প্রিয়ে !
প্রাণ কাঁদে হেরিলে বয়ান তোর ;
শোক ত্যাজ চন্দ্রাননি !
হা হা কোন হেতু দর্প করে নর ?
দিন যায় পাপ রাশি বৃদ্ধি হয়
আয়ুক্ষয় দিনে দিনে
তবু ফিরেও না চাহে নর।
কেদনা কেদনা প্রিয়ে ! যাই আমি,
গৃহে নাই রব, ভিক্ষা আশে যাব,
ভিক্ষা পাই আসিব ফিরিয়া
নহে জনমের মত এই দেখা।
রাজ দ্বারে না যাব দুজনে, কীচক দুর্ম্মতি
আছে ; হা হা ! দেব পাশে দানব

দ্রুতবেগে প্রস্থান

বিরাট। মন্ত্রি ! প্রাণ কাঁদে হেরিলে উহারে ; আহা,
পুড়ে নর হৃদি যন্ত্রনায়। হের মন্ত্রি !
যুবা এক রয়েছে দাঁড়ায়ে, শোক দূরে যায়
হেরিলে বয়ান ; কহ দেখেছ কি ইহারে কোথায় ?

মন্ত্রি। হেন রূপ হে রাজন ! নরে না সম্ভবে।
নাজানি কোন দেশ আঁধার হয়েছে উহার লাগি।

সহদেবের প্রবেশ।

বিরাট। কোথা বাস ? কি অভিলাষে এসেছ হেথায় ?

শুনি দূরে যাক্ ঔৎসুক্য আমার।

সহদেব। বৈশ্য আমি, অরিষ্ট আমার নাম ;
ছিনু কৌরব আশ্রায়ে গো রক্ষার হেতু ;
শুন দেব! প্রতিজ্ঞা আমার
রাজা শূন্য রাজ্যে নাহি বাস করি
রাজা, রাজ্য ছাড়ি ভ্রমে বনে বনে
গোলোক ছাড়িয়া যেন গিয়াছেন হরি ;
আঁধার গোলোক ধাম আঁধার হস্তিনা
তাই রাজ্য ত্যজি আসিয়াছি হেথা :

বিরাট। হয় মনে সন্দেহ আমার,
ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ হবে তুমি:
হেন নীচ কার্য্য কেমনে সাধিবে ?
লবে রাজ্যভার যেই—বৈশ্যকর্ম্ম
দেবে কভূ তারে নাহি দিবে।

সহদেব। আসিয়াছি রাজা! পরিচর্য্যা হেতু
পশুসেবা অদৃষ্টে মোর লিখেছে বিধাতা
কে খণ্ডাবে তারে ? শুনহ রাজন !
রূপের সম্মান মাত্র নরের নিকটে।

বিরাট। আছে নানা জাতি পশু পশুশালা মাঝে
কোন পশু ধরে কোন গুণ কেহ নাহি জানে .
অর্পিলাম তব হস্তে সেই কার্য্য ভার
মনের আনন্দে রহ মোর পাশে।

সহদেবের প্রস্থান

বৃহন্নলাবেশে অর্জ্জুন ও নকুলের প্রবেশ।

শুনিয়াছি পুরাকালে দ্বাদশ তপন
উদিবে আকাশ পথে দহিবে ভুবন ;
হের দুই নর মধ্যাহ্ন-ভাস্কর যেন।
মরি মরি কিবা উড়িছে অলক দাম
ফণি শিশু দোলে যেন হর শির পরে।
মন্দ সমীরণে কুন্তল যুগল দুলিতেছে ধীরে।
হের নারীবেশধারী কিন্তু পুরুষ নিশ্চয়।
কহ কে তুমি ? কোন হেতু এসেছ হেথায় ?

অর্জ্জুন। ক্লীব আমি বৃহন্নলা নাম, নৃত্যগীতে
আছে অধিকার মম ; ন্যায়বান তুমি
রাজা, ইচ্ছা মোর থাকি তোমার আশ্রয়ে
কিছু কাল, অনুমতি দেহ মোরে
শিখাই কন্যারে তব নৃতগীত।

বিরাট। আজি হ'তে পুত্র তুমি মম ;
পুরাইব তব আশা। কিন্তু, বৃহন্নলে।
জন্মাবধি ক্লীব কি হে তুমি ?

অর্জ্জুন। হে রাজন ! কাঁদে প্রাণ স্মরিলে সে কথা:—
শোক সিন্ধু উথলে হৃদয়ে
আত্মহারা হই দিবা নিশি।
এই মাত্র যাচি তব পাশে ভিক্ষা দেহ
অতিথিরে তুমি, নিরাশ্রয় পিতৃ মাতৃহীন

আমি—দেহ আশ্রয় আমারে ;
মনে রেখ পুত্র (বা) কন্যা বলি মোরে।

বিরাট। মন্ত্রি! তোমার কি মত ? রবে ক্লীব অন্তঃপুরে মম
শিখাইবে নৃত্যগীত।
মায়ার-মৃণাল—দুহিতারে মম।

মন্ত্রি। ক্লীব রবে অন্তঃপুরে শঙ্কা নাহি তায়।

বিরাট। যাও বৃহন্নলে! অন্তঃপুরে মম
উত্তরার গুরু তুমি,
আজি হ'তে নৃত্যগীত শিখাও তাহারে।

অর্জ্জুনের প্রস্থান।

কোন কার্য্যে, তুমি রবে ?

নকুল। অশ্বতত্ত্ববিৎ আমি, গ্রন্থিক আমার নাম।
দেহ আদেশ আমারে পুরাই হৃদয় আশা।

বিরাট। যথা ইচ্ছা রহ তুমি।

নকুলের প্রস্থান

শুন মন্ত্রি! সভা ভঙ্গ কর আজি।

সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

দুইজন নাগরিকের ও একজন বাদ্যকরের প্রবেশ।

১ম না। শুন সবে,
হস্তিনা রাজার আজ্ঞা করিছে প্রচার।
ত্যজি রাজ্য আশ বনবাস করেছে আশ্রয়
পাঁচ ভাই পাণ্ডুর তনয় কৃষ্ণা সহ,
দ্বাদশ বরষ আজি হয়েছে অতীত ;
রহিবে অজ্ঞাতবাসে একবর্ষ কাল।
পার যদি কেহ দিতে পরিচয় তা'সবার
হস্তিনার রাজা বীর দুর্য্যোধন
অভিমত পুরস্কার দিবে তারে।

২য় না। বাজা ঢুলি জোর করে বাজা।

(বাদ্য)

১ম না। নর নারী প্রভেদ নাহি ইথে, যে দিবে
সন্ধান—পাবে পুরস্কার পঞ্চগ্রাম,
অর্থে অভিলাষ যার পাবে অর্থ পঞ্চগ্রাম বিনিময়ে

২য় না। রহ সঙ্গি ! তৃষ্ণায় বিদরে বুক আর না চলিতে পারি ;
সুরসাল ফল আনি দেহ সম্মুখে আমার,
কিম্বা স্তূপাকারে মিষ্টান্ন মেলে যত দেশে,
নহে পদ মাত্র নারিব চলিতে ;
রাজাজ্ঞা কেমনে পালিব বল না পালি ঈশ্বর আজ্ঞা।
ভাল সঙ্গি ! জিজ্ঞাসি তোমারে
দেখ ভ্রমি, কে বেচে সুপক্ক কদলী ফল ?
আনি দেহ মোরে খাই বসে বসে
দেখি যদি তৃষ্ণা যায় দূরে।

১ম না। আরে ন্যে তোর তৃষা নিবিবে না কভু।
হেসে হেসে, ব'সে ব'সে,
খেলি মোণ্ডা কসে কসে
ফলে মূলে ভরালি উদর ;
দশ দিন ভ্রমিলি মোর সাথে
শূরসেন, পটচ্চর, মল্ল শাল্ব যুগন্ধর,
সর্ব্বদেশে যথেচ্ছায় করিলি ভোজন ;
তবু ক্ষুধা তৃষ্ণা ঘুচিল না তোর।

২য় না। দেব্‌তার পূজা দিলে পরে থাক্‌বি সুখে ধরাধামে ;
আত্ম তুষ্টে জগৎ তুষ্ট
রুষ্ট কল্লে উদররাম, মরিবি তুই বাঞ্ছারাম।
তা ধেই, তা ধেই, নাচেন ধীরে
ননী চুরি পেটের তরে।
ধিন্‌তা ধিনা পাকা লোনা কাঁচা মোণ্ডা গালে দেনা।

আহারের দ্রব্য সামগ্রী লইয়া একজন ভৃত্যের

প্রবেশ।

গীত।

আরে দ্যাখ্ দ্যাখ্ দ্যাখ্ ঐ যে কি আছে থালে
আন্ আন্ আন্ রে ত্বরা সব বুঝি ওটা খেলে।
সন্দেশ মনোহরা, ডুবিল রসের ভরা,
কিরণ খেলচে যেন তারার কোলে।
হুস্ হাস টুস্ টাস, পড়্ছে ধীরে সুধারস,
পড়্লে মুখে আপনি যায় গলে।

(নৃত্য করিতে করিতে গান)

১ম না। বাজা ঢুলি—জোর ক'রে বাজা—

(বাদ্যবাদন)

শুন সবে, শুন মন দিয়া হস্তিনা রাজার আদেশ -

ভৃত্যকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

পরিচারিকাবেশে দ্রৌপদীর প্রবেশ।

দ্রৌপদী। কারে জিজ্ঞাসিব ? কে দিবে সন্ধান ?
কোথা রাজঅন্তঃপুর কিছুই না জানি ;
জিজ্ঞাসিলে লোকে পাবে পরিচয়।

একজন পরিচারিকার প্রবেশ।

পরি। কে গো দাঁড়ায়ে বিজনে!
কিসের কারণে, কার অন্বেষণে
একেলা আঁধারে!

দ্রৌপদী। ওগো সৈরিন্ধ্রী আমি, ইচ্ছা
রাজ অন্তঃপুরে যাব কিন্তু পথ নাই জানি,
তাই দাঁড়ায়ে এখানে;
দেহ দেখাইয়া পথ যাই অন্তঃপুরে।

পরি। হাঁ গা কোথা থাক তুমি? কি নাম তোমার।

দ্রৌপদী। বিদেশিনী আমি, সৈরিন্ধ্রী আমার নাম।

পরি। যাবে রাণীমার কাছে? এস তবে মোর সাথে
রাখিবেন তিনি যতনে তোমারে।

উভয়ের প্রস্থান।

নেপথ্যে গীত।

হাম্বির—দ্রুত ত্রিতালী।

কল্লে যতন গহন বনে দেখতে পাবি ফুলের হাসি
হের কিরণে কিরণ ফুটে আছে
চাঁদমুখে পরকাশি
অধরে দামিনী খেলে, নয়নে তারকা দোলে,

আয় লো! সখি দেখিবি আয়
আছে কিবা রূপ বিকাশি।
বদনে চাঁদিমা ফুটে, চরণে পবন লুটে,
বনের মাঝে উদয় আজি নিত্য নব পূর্ণশশী।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ

সুদেষ্ণা ও উত্তরা।

উত্তরা। মাগো! সহকার মম ছাড়িয়াছে পাতা,
দাসী কহে মল্লিকার পুন ধরিয়াছে ফুল,
চল গো; জননি উদ্যানে আমার
মল্লিকার কত শোভা দেখিবে নয়নে।
হ্যাঁ মা দেখিবে না তুমি?

সুদেষ্ণা। যাব না জননি! উদ্যানে তোমার;
কাল হবে মদনের পূজা, সেই হেতু
অন্তঃপুরে থাকি পূজা যোগ্য করি আয়োজন।

উত্তরা। কালি যদি নাই ফুটে ফুল
মল্লিকার আর না করিব যতন;

সুদেষ্ণা। কহ জননি আমার শিখেছ কি সেই গান?

উত্তরা। আমি ভাল পারিনি শিখিতে
বৃহন্নলা গায় ভাল।
ইচ্ছা করে নিত্য শুনি তার গান।
হ্যাঁ মা বৃহন্নলা জন্ম কিগো ক্লীব!

(নেপথ্যে গীত ও বীণা বাদন।)

রাগিণী ভূপ খাম্বাজ—তাল চৌতাল।

বহতি শীতল নীর কিবা অনন্ত তরঙ্গে
হেলা দোলা মেঘমালা, চলে চঞ্চল বিহঙ্গে
ফুটিছে হাসিছে ফুল, আকুল মধুপ রঙ্গে.
কুজিত কাকলি কুল, মরি পিককুল সঙ্গে
ধীরে ধীরে বহে বায়ু নবীন কুসুমপুঞ্জে
পরাগ মাখিয়া গায়, ছড়ায় জগতকুঞ্জে।

যাই মা! এসেছে শিক্ষক আমার।

উত্তরার প্রস্থান।

সুদেষ্ণা। কার হাতে সমর্পিব সোনার লতিকা.
এ কোমল হার যতনে রাখিলে হৃদে
মনে হয় ব্যথা পাবে উত্তরা আমার।

দ্রৌপদীর প্রবেশ।

কহ ভদ্রে! কে গা তুমি?
কোন অভিলাষে এসেছ এ রাজপুরে?

দ্রৌপদী। দাসী আমি, সৈরিন্ধ্রী আমার নাম ;
আসিয়াছি তব পাশে। শুন দেবি !
উচ্ছিষ্ট না ছুঁইব অন্য দাসী সম
সর্ব্বকার্য্য না করিব আমি।

সুদেষ্ণা। নিতম্বিনি হেন রূপ নরে কি সম্ভবে ?
প্রাণ চায় দেবী বলি পূজিতে তোমারে।

দ্রৌপদী। শুন রাণি ! নহি দেবকন্যা আমি
মল্লিকা উৎপল বেল চম্পক কমল
করিয়া চয়ন পারি গাঁথিবারে মালা ;
ছিনু কৃষ্ণপ্রিয়া সত্যভামা পাশে, ছাড়ি সেই স্থান
ছিনু কিছুকাল দ্রৌপদীর সেবা হেতু
কৌরবের বাসে :
সাদরে ডাকিতেন দেবি ! মোরে মালিনী বলিয়া
বনদেবী বলি কভু ডাকিতেন সত্যভামা।

সুদেষ্ণা। পারি রাখিবারে তোমা রাজঅন্তঃপুরে
কিন্তু হয় ভয় হেন রূপ আর কেহ দেখে —
নারীতে হেরিলে রূপ-গর্ব্ব যাবে দূরে,
মোহিত হইয়া ছায়া সম রবে সাথে
আকুল হইবে পুন এ রাজকুল।
হের আলয়ে আমার আছে তরু যত
স্তম্ভিত হয়েছে হেরিয়া তোমায়।
শুন নিতম্বিনি ! বিরাট হেরিলে তোমা
ভয় হয় প্রেমডুরি ছিঁড়িবে আমার।

তুমি যারে হেরি হাসিবে সুন্দরি
কিম্বা, নিত্য এ পূর্ণিমাশশী
পড়িবে নয়নে যার, মদনে মাতিবে,
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা নাহি রবে তার।
স্থান দিলে তোমা প্রলয় ঘটিবে রাজ্যে;
এ লাবণ্য হার চাবে সবে রাখিতে হৃদয়ে।

দ্রৌপদী। শুন দেবি! আমা হেতু আশঙ্কা নাহিক তব,
পঞ্চজন যুবা গন্ধর্ব্ব আমার স্বামী
অলক্ষ্যে সেই পঞ্চজন রক্ষিবে আমারে।
কামবশে নরে কভু হেরিলে আমারে
না পোহাতে বিভাবরী পাঠাইবে
তারে শমন সদনে, ধর্ম্ম রক্ষা ব্রত
ক'রেছি ধারণ পালিব যতনে তায়,
সাঙ্গ হবে ব্রত জীবনের সাথে।

সুদেষ্ণা। (স্বগত) সুকেশিনি! রহ অন্তঃপুরে মম।
অনল রাখিনু গৃহে, কি জানি কখন
উঠিবে জ্বলিয়া - দহিবে হৃদয় মম।
কহে নারী আছে পঞ্চজন স্বামী—
গন্ধর্ব্ব সকলে এসেছে আশ্রয় হেতু;
রাখিব যতনে ভাগ্যে যা থাকে ঘটিবে;
নিয়তির চক্র কে পারে ফিরাতে?

প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

নাট্যশালা।

বৃহন্নলাবেশে অর্জ্জুন, উত্তরা ও সখী।

অর্জ্জুন। অধীর না হও বৎসে!
অশান্ত হইলে পাঠ অভ্যাস না হ'বে।

উত্তরা। কালি হ'বে মহোৎসব রাজপুরী মাঝে;
ইচ্ছা সাজাইব উদ্যান মম নানা রঙ্গে;
চিত্র আনি সাজাইব নাট্যশালা।
নৃত্য গীতে কালি মাতিবে নগর;
বৃহন্নলে! তুমি কি গাইবে গীত পুরবাসী সাথে?

অর্জ্জুন। আমি না গাইব। কহ জননি আমার!
হয়েছে কি সেই গীত অভ্যাস তোমার?

উত্তরা। নিত্য করি আবৃত্তি বিরলে
তবু, অভ্যাস না হয় মম
তোমা সম পারি না গাইতে।
বৃহন্নলে! কহ কত দিনে তুমি
করেছিলে এ গীত অভ্যাস?
কোন মহাজন শিখায়েছে তোমারে
এ হেন সুন্দর গীত, কহ তিনিও কি ক্লীব?

অর্জ্জুন। (স্বগতঃ) আহা! সোনার প্রতিমা খানি
ইচ্ছাকরে হৃদে রাখি পূজি সযতনে;
করি আশীর্ব্বাদ শোক তাপ না পরশে কভু।
মরি মরি! আমোদিনি, অনন্তরঙ্গিণী—
হাসি, নিত্য আছে সখী রূপে।
শুন উত্তরে জননি আমার!
(প্রকাশ্যে) বহু ক্লেশে শিখিয়াছি গীত;
উত্তরা। হঁ্যা সখি! তুমি কি পেরেছ শিখিতে?
সখী। না ভাই,
নিত্য সাধি তবু না পারি শিখিতে।

গীত।

উত্তরা।

চাঁদের কিরণ যত ছিল যত চাঁদের গায়,
ঝরে ঝরে পড়িছে কাননে দেখ নাথ! দেখ তায়,
চাঁদে চাঁদ বেড়ায় ঘুরে, কাননে সরসী ভিতরে.
প্রাণ চায় ধরি তায়;
সুধায় ভাসি দিবা নিশি হেরি হেরি দিবস যায়।
হাসে প্রকৃতি সুন্দরী মলয় বহিছে ধিরি
হেরি কুসুমের হাসি চাঁদ লুটিছে পায়।

সখী। (নেপথ্যে।) সিন্ধু—যৎ।

আয় আয় ধিরি ধিরি সঙ্গিনি রঙ্গিনি লো!
ফুল বাসে উষা হাসে ভ্রমরা ছুটিছে আশে
প্রাণে প্রাণ নাচে হেরি চারুশোভা লো!
কমলে কমলতুলে হেরি আয় বনবিহারিনি লো!

অর্জ্জুন। নৃত্য গীতে আর নাহি প্রয়োজন।

সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ

কীচক ও সুদেষ্ণা।

কীচক। কহ ভগ্নি! কেবা নারী হেরি ওই
কভু কিগো হেরেছ নয়নে?
হেরে ওরে, শক্তি যায় দূরে প্রাণ চায়
জীবন বিকাই পায়,
সন্দ হয়, হেন রূপ নরে না সম্ভবে?
হায়! নিত্য যে কুসুম, হৃদে ফুটিবে সোহাগে
বিলাইতে প্রাণে নব প্রণয় সুরস
হেন নীচ কর্ম্ম দেবি! সাজে কি তাহারে?
মিনতি তোমায় প্রের নিতম্বিনী ভবনে আমার

স্বর্ণ-কমলিনী যতনে রাখিব হৃদে
রূপ হেরি জুড়াব জীবন।

সুদেষ্ণা। আছে লজ্জাবতী লতা আশ্রয়ে আমার
ছি ছি, হেন কথা কেমনে আনিব মুখে ;
বীর তুমি, তব বাহুবলে রক্ষা পায় নর ;
অন্যায় সাধিলে প্রজা না বাঁচিবে
রাজ ভক্তি যাবে দূরে কলঙ্ক গাইবে
লোক মুখে উঠিবে কু-যশ।
উদার অন্তর তব পুত্র সম পালহ প্রজায়।
ত্যজ এ কু-আশা ভাই! মিনতি তোমায় ;
দুর্নিবার হৃদি-পারাবার শোকাগার
কেন কর? শান্ত কর অগ্নি হ'তে তায়।

কীচক। বুঝেনা অবোধ মন, ভগ্নি! চাহে অনুক্ষণ
হেরিবারে সে বদন—
আহা মদে যেন ঢুলু ঢুলু দুনয়ন
অনুপম কান্তি কোকিল-কুজিত-স্বর ;
যাই প্রাণ ভরে হেরিগে সে রূপরাশি।

প্রস্থান।

সুদেষ্ণা। কলঙ্ক আমার, যদি সুকুমার হার—
শিরীষ কুসুম শুকায় বিজনে,
না জানি কেমনে রক্ষিব নারী ধর্ম্ম তার?
নাপারি রাজ পাশে কহিতে এ কথা।
আমার আশ্রয়ে হায়

যে স্থল কমলিনী হাসিবে ফুটিবে নিত্য
ভাগ্য দোষে মম ডুবিল পঙ্কিলে—
পূর্ণিমার চাঁদ বুঝি পড়ে রাহু গ্রাসে।
কলঙ্ক আমার—যদি পাপ স্রোতে
ভাসে এই সোনাব কমল।

প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

রাজ উদ্যান।

দ্রৌপদী।

দ্রৌপদী। অভাগিনি কোথা পাবে স্বামী দরশন
বিপিন নিবাসে ভ্রমি অর্জ্জুনের আশে
হ'ল প্রায় বেলা অবসান কিন্তু হায়,
কোথা নাট্যশালা নারিলাম করিতে সন্ধান
নৃত্য গীত বাদ্য ধ্বনি বায়ু পথে উঠি
পশিতেছে বারে বার শ্রবণে আমার।
কোন দিকে উঠে শব্দ বিশাল উদ্যানে
স্থির নাই হয়।

কীচকের প্রবেশ।

কীচক। কল্যানি! কে তুমি?

কোন ভাগ্যবান হৃদি কর আলো ?
কহ মোরে কোন হেতু আসিয়াছ বিরাট নগরে ?
আহা কি রূপের মাধুরি!
লাজ পায় চাঁদ হেরি বদন তোমার;
কলঙ্কী সে চাঁদ, হ্রাস বৃদ্ধি আছে তার
হেরে নিষ্কলঙ্ক শশীমুখ তব জুড়াল জীবন মম :
আয়ত লোচন—পদ্ম পত্র মম
কোকিল কুজিত কণ্ঠস্বর, হর হার
ভূষা যোগ্য কোমল কলিকা বাহুদ্বয়
কন্দর্প কশায় সম পীন পয়োধর
হেরি নিত্য ব্যথা দিতেছে অন্তর ;
দুর্নিবার আশা বিকার করিছে সৃষ্টি
তোষ চন্দ্রাননি! প্রেমবারি দানে
শান্ত কর পিপাসীর তৃষ্ণা সুলোচনে।

দ্রৌপদী। কেশ সংস্কারিনি আমি, নীচ বংশে জন্ম মম,
নহি প্রার্থনীয় তব, বিজ্ঞতুমি,
নহে অবিদিত কিছু তোমার নিকটে
পরদারা মাতৃ সমভাবী ত্যজে জ্ঞানবান যেই
কিম্বা,
সূর্য্যমুখী বিনা সূর্য্য অন্যে নাহি চাহে।

কীচক। কারে শিক্ষা দাও তুমি সুলোচনে ?
হেরি তবরূপরাশি জ্ঞান হারা
হইয়াছি আমি অজ্ঞানে কে পারে বুঝাতে ?

হৃদে এস হৃদয়ের ধন
চুমি মুখ—অনন্ত সুধার খনি
জুড়াই জীবন মম,
পূর্ণকর আজি ভিক্ষুকের আশা সুলোচনে।

(আলিঙ্গন করিতে উদ্যত।)

দ্রৌপদী। আরে আরে নর মৃত্যুয়ে না ডর তুমি;
অতুল বিক্রমশালী পঞ্চ জন স্বামী মোর
হেন আচরণ তোর শুনিলে শ্রবণে
নিশ্চয় বধিবে তারা,
কার সাধ্য হেন রক্ষিবে তোমারে।
শোন্ মূঢ় নর! যদি রে অভয় দান করে
যমরাজ তবু নারিবে রক্ষিতে।
দেব কি দানব মানব কিন্নর নব
শক্তিধর আসেন আপনি যদি
তবু নারিবে রক্ষিতে।
ত্যজ ত্যজ মূঢ় নর ত্যাজ রে দুরাশা
দম আত্মচিত্ত প্রাণ কভু তুচ্ছ নহে।

প্রস্থান।

কীচক। ধিক মোরে তুচ্ছ নারী নারিনু ভুলাতে।
আহা কি সুন্দর রূপ, জুড়ায় জীবন
হেরি তারে, বুঝিতে না পারি
কি উপায়ে সাধিব স্বকার্য্য মম।

প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর।

কীচক ও সুদেষ্ণা।

কীচক। চাহ যদি ভগ্নি! ভ্রাতার জীবন তব
রক্ষ অনুরোধ মম;
তিলেক না জীব প্রাণ বিসর্জ্জিব
যদি না ভজে সৈরিন্ধ্রী আমাবে।

সুদেষ্ণা। শুন ভাই পুন কহি তোরে
হেন নীচ কার্য্য কেমনে সাধিব?
অভয় দিয়াছি তারে, আছে মম পাশে;
ছি ছি কেমনে আনিব হেন নীচ কথা মুখে—
সুধাবলি কেমনে দিব তুলি হলাহল
তৃষ্ণাতুরা ভিক্ষুকের মুখে?
আমার আশ্রিতলতা যতনে রোপেছি যারে
কহ কেমনে স্বহস্তে ছেদিব পুন তায়?
কি বলি বুঝাব তারে—

ভাসি অশ্রুনীরে যবে কহিবে সে মোরে
রাজরাণী তুমি—জননীর সম মম
কহ কেমনে গো মাতঃ! তনয়ারে
হেন কুরীতি শিখাও
আদেশ তাহারে নারী-ধর্ম্ম করিতে বর্জ্জন?

কীচক। শুন ভগ্নি! নিশ্চয় ত্যজিব প্রাণ
যদি মনোরথ মম পূর্ণ নাহি হয়।
বাঁধ প্রাণ, শুন অনুরোধ মম
কহ সৈরিন্ধ্রীরে বসিতে আমার পাশে
হেম হার ধরিব হৃদয়ে।

সুদেষ্ণা। প্রাণ দিব তার রক্ষা হেতু;
তবু হেন নীচ কার্য্য কভু না সাধিব?
গাবে কলঙ্ক আমার প্রতি ঘরে ঘরে
বনে পাখি গাবে পবন বহিবে তায় দেশে দেশে
পশিবে সে রব পুন সাগরের মাঝে
অনন্ত কল্লোলে গাবে স্রোতঃস্বতী
উঠিবে সে রব প্লাবিয়া আকাশ
কলঙ্কী করিবে তায়।
অনিত্য জীবের প্রাণ
সেই প্রাণ বিনিময়ে সু-যশ কু-যশ
লভে নর জগত মাঝারে
রাখ ভাই রাখ সু-যশ জগতে তুমি
শুন কীর্ত্তিবান নর অমর জগতে।

কীচক। হায় ভগ্নি! অসময়ে তুমিও ঠেলিলে পায়।
করিয়াছি স্থির বিসর্জ্জিব প্রাণ
যদি না হয় সৈরিন্ধ্রী আমার।

সুদেষ্ণা। (স্বগত) নহে কুলটা সে জন
হেন কথা কেমনে আনিব মুখে?
ভ্রাতৃ প্রাণ রক্ষা উচিত আমার;
মরিলে কীচক, রাজ্য যাবে রসাতলে।
হবে শত্রু বলীয়ান
বিরাটের গোধন পুন করিবে হরণ;
নাহি বীর কীচকের সম বিরাট নগরে।
(প্রকাশ্যে) শুন ভাই কর সুধা আয়োজন—
প্রেরিব সৈরিন্ধ্রীরে তব পাশে
সুধা হেতু; যথা ইচ্ছা তুষিও তাহারে।

কীচক। মৃত দেহে দিলে প্রাণ ভগিনী আমার।

প্রস্থান।

দ্রৌপদীর প্রবেশ।

সুদেষ্ণা। এস এস সঙ্গিনি আমার
বহুক্ষণ না হেরি তোমায়—
চঞ্চল হয়েছে মন;
বসি নিকটে আমার
কহ তব সুখের বারতা।

দ্রৌপদী। রাজরাণি তুমি;

দাসী আমি তব, মম ভাগ্যে কোথা সুখ ?
জন্মাবধি হেরি নাহি সুখের মূরতি
দুঃখে গেছে চিরকাল
আর' কত আছে কাটাইব দাসী ভাবে।

সুদেষ্ণা। সৈরিন্ধ্রি ! তৃষ্ণায় কাতর আমি
শুন আদেশ আমার যাও ত্বরা
কীচকের গৃহে সুধা আনিবারে ;
ভালবাসি তো'রে লো সুন্দরি !
তুমি মম প্রাণ সহচরী
একমাত্র বিশ্বাসের স্থল
যাও ত্বরা আনি দেহ পানীয় আমায়,
পান করি জুড়াই জীবন।

দ্রোপদী। দেবি ! মিনতি আমার
আছে মম সম বহু দাসী তব
অন্যে দেহ আজ্ঞা পালিতে আদেশ।
তব ভ্রাতৃ গৃহে আমি নাহি যাব ;
নির্লজ্জ সে জন, নীচ সম স্বভাব তাহার।
হীনমতি ভ্রাতা তব কিছু মাত্র
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি জ্ঞান তার।

সুদেষ্ণা। দাসী তুমি কি সাহসে মম আজ্ঞা
করহ লঙ্ঘন বুঝিতে না পারি।
শুন আদেশ আমার যাও ত্বরা
মম ভ্রাতৃ গৃহে, তৃষ্ণাতুরা আমি

আনি দেহ পানীয় আমায়।
প্রাণ ফাটে তৃষ্ণা হেতু
তুমি কহ অন্য কথা ?
প্রেরিতেছি আমি তো'রে
হেন সাধ্য নাহি কীচকের করে তব অপমান ;
লহ স্বর্ণ পাত্র যাও দ্রুত আলয়ে তাহার।

প্রস্থান।

দ্রৌপদী। দিনদেব ! রক্ষা কর দাসীরে তোমার।
দয়াময় ! রাখিয়াছ অধিনীর মান
যবে হস্তিনায় পাপী দুঃশাসন
রজঃস্বলা এক বস্ত্রা আমি
কেশে ধরি আনিল সভার মাঝে ;
পুন কাম্যক অরণ্য মাঝে
কুটির নিবাসে অতি দীন বেশে
ছিনু যবে স্বামী প্রতীক্ষায়
দুরাচার সিন্ধুর তনয়—
হরিল আমারে রথোপরি
রাখিয়াছ লজ্জা মম
রাখ দিনদেব ! জগতের পতি তুমি
রাখ অধীনির মান।

বেহাগ—আড়া ঠেকা।

করুণা বিতর তুমি. দীনে শুভঙ্করি
জগত-জননি তারা, ত্রিদিব ঈশ্বরি !

দেহি দেহি পদ ছায়া, রণকালী মহামায়া,
কুলকুণ্ডলিনী জায়া, বরাভীতি মহেশ্বরি !
রাখ রমণীর মান, আজি গো শঙ্করি ;
হে মা ! কলঙ্কে না ডুবে যেন, জীবনের তরী !
কীচক দুর্ম্মতি অতি, সদা তার পাপে মতি,
লজ্জারাখ লজ্জা নিবারিনি, ক্ষেমঙ্করি !

প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গৃহ।

কীচক।

কীচক। শান্তি নাহি মানে মন
চাহে অনুক্ষণ সে বদন হেরিবারে ;
আহা কত শোভা ধরে সে বদন—
মৃগমদে ভাসে আঁখিদ্বয় ;
প্রাণ চাহে সদা তারে
কিন্তু, সেত কভু ফিরেও না চাহে ?
আহা ! সোনার কমল শুকায় বিপিনে।

সেই হেমহার ধরিব কণ্ঠেতে আমার
বনমালি গলে ফুল মালা যথা
শোভিবে তেমতি হায়! সৈরিন্ধ্রী আমার;
হৃদে রাখি জুড়াব জীবন মম।
দিন যায় আশা বাড়ে কত তর্ক তুলে মন!
তারে যদি পাই জীবন বিলাই, কিন্তু হায়!
সেকি কভু হবেরে আমার?

স্বর্ণ পাত্রহস্তে দ্রৌপদীর প্রবেশ।

মরুভূমে পাইলাম সুশীতলবারী।
সু-প্রভাত আজি রজনী আমার
তোমা হেন চাঁদে পাই গৃহে;
দেখ সীমন্তিনি! তব রূপে
আলোকিত গৃহ মম হইয়াছে আজি।
আছে শত দাস দাসী মম আজ্ঞাবহ
আদেশ তাদের যথা ইচ্ছা তুমি দেবি!

দ্রৌপদী। তৃষ্ণাতুরা রাজরাণী, আদেশ তাহাঁর
লইবারে সুধা তাই আসিয়াছি হেথা,
দেহ পানীয় আমায় ল'য়ে যাই রাণী পাশে।

কীচক। সুন্দরি! অন্যে পালিবে আদেশ তাহার
তুমি রহ মম পাশে;
রাহু গ্রাসে চাঁদ কত শোভা তার
কভু সুলোচনে দেখেছ কি তায়?

দ্রৌপদীর করধারণ।

দ্রৌপদী। ছাড় ছাড়রে দুরাত্মা মোরে
সবংশে মজিবি সতী অপমান হেতু।
ভ্রমেও কখন যেই নাহি ভাবে
পতি ভিন্ন অন্য নরে
তোর করে অপমান তার।
আরে আরে দুরাচার নর
নাহি তব শমনের ভয়;
পঞ্চজন গন্ধর্ব্ব আমার স্বামী
সেই পঞ্চজন নিত্য রক্ষা করেন আমারে।
হেন অপমান শুনিলে আমার
সবংশে নাশিবে তোরে
মজিবি মজিবি রে দুষ্ট নর।
ইচ্ছা করি কেনরে পড়িছ মৃত্যু মুখে?

কীচক। কটূ কহ তুমি বিধুমুখি!
বল যত আসে মুখে তব;
ছার পঞ্চজন গন্ধর্ব্ব তোমার স্বামী
এই ভুজে ধরে হেন বল
লক্ষগন্ধর্ব্ব কুমার
তুলা সম পারি উড়াইতে আজি
পাই যদি তোমা হেন ধন;
চন্দ্রাননি! কীচক না ডরে তায়।
লুটাইবে তব পায় কীচকের শির

হেন হার পাঁয় যদি ধরিতে হৃদয়ে
চুমি মুখ জুড়াইতে তাপিত পরাণ।
শুন বিধুমুখি! সেনাপতি আমি
এ সোনার বিরাট রাজ্য মম হস্তগত
নাম মাত্র আছে রাজা আমার আশ্রয়ে।

দ্রৌপদী। ছাড় ছাড়রে পাপী
সতী তেজে যাবে প্রাণ কহিনু নিশ্চয়।
কোথা দয়াময় পতিত-পাবন!
রাখ রাখ দেব! রমণীর মান,
যায় প্রাণ কীচকের হাতে।
এস এস নীলাম্বর বাঁচাও জীবন
অপমানে যায় বুঝি প্রাণ।

কীচক। সফল জনম মম, পূর্ণিমার শশী—
ভাগ্য গুণে পাইয়াছি গৃহ মাঝে;
এস জীবনের ধন অমূল্য রতন
কাতর অন্তর মম তোষ সুধা দানে।
স্বপনে হৃদয়ে জাগে চাঁদ মুখ তব
নয়ন মুদিলে হেরি তব মুখশশী;
মিনতি তোমায় রাখ কীচকের প্রাণ
আজি সুলোচনে।

কীচককে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

বিরাট, যুধিষ্ঠির, ভীম ইত্যাদি আসীন

বিরাট। ধন্যরে বল্লভ! বাহুবল অতুল তোমার ;
ভুবন বিজয়ী তুমি ভীম সম বল তব
বুঝিতে না পারি কোন হেতু
রহ মহানসে তুমি ;
হেন নীচ কার্য্যে কেন ইচ্ছা তব ?
সিংহবল ধরে বাহু যার
পাচকের কাজ তারে নাহি সাজে।
হে বল্লভ! ইচ্ছা মম রহ তুমি
সৈন্যলয়ে, দেখাও তাদের
কত বল ধরে বাহু।

মন্ত্রীর প্রবেশ।

কহ মন্ত্রি! আর কি হে কাঁদে প্রজা
বিরাট নগর মাঝে, অনাহারে থাকি
দ্বারে দ্বারে ফেরে কি হে ভিক্ষা আসে ?

মন্ত্রী। নরনাথ! এ সোনার রাজ্যে
কত সুখে আছে, প্রজা বলিতে না পারি।
হেরেছি নয়নে উৎসবের দিনে

উল্লাসে উন্মত্ত প্রজা দল ;
সুখে-ভাসি কভু হাসি
মাভৈঃ মাভৈঃ রবে নাচিছে চৌদিকে ;
পিতা পুত্র মিলে, খেলিছে সকলে
বিষাদের চিহ্ন মাত্র নাহি আর।

বিরাট। বড় সুখী হ'ল প্রাণ ;
হে কঙ্ক ! সখাহে আমার
এ সুখের দিন ইচ্ছা মম,
তব সাথে অক্ষক্রীড়া করিবারে আজি।

যুধি। সৌভাগ্য আমার
মূর্ত্তিমান দয়া সাথে চালিব হে পাশ।

বিরাট। হে বল্লভ ! পূরাও বাসনা মম ;
তব বল হেরিব হে পুন।
করি ক্রীড়া মত্ত হস্তী সাথে
দেখাও জগতে অসম্ভব-নরে কিছু নাই।

ভীম যথা ইচ্ছা দেব।

দ্রুতপদে দ্রৌপদীর প্রবেশ।

দ্রৌপদী। পূর্ণধর্ম্মরূপে উদয় জগতে তুমি
হে রাজ রাজেশ্বর।
বিপন্ন রমণী, আছি আশ্রয়ে তোমার
লতা যেন পর্ব্বত আশ্রয়ে ;
সেনাপতি তব দুর্ম্মতি কীচক

সতী করে অপমান,
ধর্ম্মভাবি দীনে রক্ষা কর মহামতি।

কীচকের প্রবেশ।

কীচক। কোথা সে সুন্দরি ! দেহ দেখা প্রাণেশ্বরি !
রূপ হেরি কামানলে জ্বলিছে হৃদয়
দেখা দিয়া জুড়াও অন্তর মম।

দ্রৌপদীকে দেখিয়া।

এস এস জীবনের ধন হৃদয়-সরোজ মম
স্বর্ণ শতদল সম বিকাশি সুলোচনে—
হৃদি-সরোবরে বিলাও অমৃত রাশি।
কোমলও অঙ্গ তব ব্যথা পাবে
চলেযেতে কঠিন মাটিতে।

দ্রৌপদী। রক্ষ ধর্ম্ম নরনাথ !
কুলবধু আমি সহায় বিহীন
তুমি নরেশ্বর পিতৃসম মম
রক্ষ রমণীর মান।
দীনবন্ধো ! দীনে দয়া কর দয়াময় ;
এই হেতু নিত্য দেব ! পূজি রাজীব চরণ তব ?
কোথা প্রাণেশ্বর ! এস হে সত্বর
বাঁচাইতে দাসীরে তোমার ?

কীচক। দুষ্টা নারী তুই

এইরূপে রক্ষা করি ধর্ম্ম তোর।

(দ্রৌপদীকে পদাঘাত)।

রোষবিস্ফারিতলোচনে কীচকের প্রতি ভীমের দৃষ্টিপাত।

যুধি। কহ সুদ! রহ রাজসভামাঝে কিসের কারণ
অবহেলি আত্ম কার্য্য?
রাজসেবা কর যথা রীতি;
পাচকের কার্য্য তুমি করেছ গ্রহণ
রাজসভা মাঝে কি কাজ তোমার?
যাও ত্বরা আত্মকার্য্য হেতু।

ভীমের প্রস্থান।

দ্রৌপদী। কোথায় গন্ধর্ব্ব কুল—স্বামীগণ মোর
অলক্ষ্যে দেখহ সবে কীচক আচার
রক্ষ রক্ষ রমণীর মান
আজি হতমান রাজার সমীপে।
(নেপথ্যে।) সৈরিন্ধ্রি না কর ক্রন্দন জানিও নিশ্চয়
লবে শোধ গন্ধর্ব্বগণ তব অপমান।

দ্রৌপদী। শুন রাজা!
যার ভয়ে গ্রহতারা নিদ্রা নাহি যায়
ধর্ম্ম ভাবি নিত্য যারা পূজে দেবকুলে
সেই গন্ধর্ব্ব পঞ্চস্বামী মোর
রুষিবেন যবে কার সাধ্য রক্ষিবে কীচকে?

যুধি। সৈরিন্ধ্রি! শোক নাহি কর, ঐ শুন
অলক্ষ্যে থাকি হেরিছে গন্ধর্ব্বগণ
তব অপমান;
শুন সতি! তব বাক্য নিস্ফল না হবে।
কাল পূর্ণ হ'বে যবে
প্রতিবিধিৎসিতে তব অপমান
ঔদাশ্য তারা না করিবে কভু;
যাও সতি! সুখে রহ অন্তপুর-মাঝে।

বিরাট। বৃথা নিন্দ তুমি সৈরিন্ধ্রি! আমারে,
বাঁধিল বিগ্রহ তোমা দুই জনে,
জানি না কারণ কেমনে করিব বিচার,
কেবা দোষী কে করিবে স্থির?
মন্ত্রি! সভা ভঙ্গ কর আজি।

(দ্রৌপদী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

দ্রৌপদী। কার কাছে যাব জুড়াইতে হৃদি জ্বালা?
না যাইব অর্জ্জুন পাশে
বীর কার্য্য ভুলি যেই
আছে বৃহন্নলা রূপে নর্ত্তকীর বেশে
পৃষ্ঠে দোলাইয়া বেণী ছায়া সম ফেরে
উত্তরার সাথে নৃত্যগীতে ভুলাইছে
পুরবাসী, তার কাছে কিবা কাজ মম?
যাই ভীম পাশে, ভীম বিনা কে রাখিবে মান?

কে শোধিবে হেন অপমান মম?
রজঃস্বলা এক বস্ত্রা যবে
আনিল আমারে দুঃশাসন সভা মাঝে
বিবসনা করিতে আমারে, পড়ে মনে,
ভীমের প্রতিজ্ঞা মোর; পাপী জয়দ্রথ
পুন যবে বন মাঝে হরিলা আমারে
লাঘবিতে পাণ্ডবের মান,
হতমান করিল যে তায়, যাব তার পাশে।
ভীম পাশে যাব, কেশ না বাঁধিব আর
এলোচুলে বিসর্জ্জিব পাপ দেহ।
কীচকের পদধুলি না ঝাড়িব গাত্র হতে
যদি প্রতিশোধ না হয় এ অপমান।
গৃহে না ফিরিব, পুন বনে যাব
তবু প্রতিশোধ লব তার।

প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নাট্যশালা।

অর্জ্জুন ও উত্তরা।

উত্তরা। বৃহন্নলা! চিন সৈরিন্ধ্রীরে তুমি?
কহে দাসী ভাল বাসে সে তোমারে,
তুমি তারে বাস কি গো ভাল? আহা!
হেরিলে তাহারে ভাসি নয়নের জলে।
শুনিয়াছি মাতুল আমার
করিয়াছে অপমান তার;
আহা! অভাগিনি সহে শোক
পতির বিপদ হেতু। ওকি বৃহন্নলা!
পাণ্ডুবর্ণ কেন আজি বদন তোমার,
কহ কে হয় সৈরিন্ধ্রী তোমার?
তার দুঃখে কেন বা কাতর হয়েছ তুমি?

অর্জ্জুন। গভীর হতেছে রাতি
যাও মা আমার! বিশ্রামের হেতু

ব্যথা পাবে এখানে থাকিলে আর।

উত্তরা। বৃহন্নলা! তুমি কোথা রবে?

বিশ্রাম লভিলে তুমি, তবে আমি যাব।

অর্জ্জুন। (স্বগত।) সহে কৃষ্ণা অপমান প্রতিজ্ঞার হেতু

নহে যেই শর হেরিলে নয়নে

শত্রুকুল কাঁপে, কাঁপে যক্ষরক্ষ অসুর কিন্নর,

সেই শর এড়িতাম কীচকের প্রতি।

হায় কি লজ্জার কথা! দুলাইয়া লম্ববেণী

ছাড়ি গাণ্ডীব ভূষণ আমার

শঙ্খ পরি রহিয়াছি রমণীর সাথে;

ধিক্ ধিক্ মম বাহুবলে।

উত্তরা। বৃহন্নলা কি হেতু কাতর তুমি?

সত্য কহ কেবা হয় সৈরিন্ধ্রী তোমার?

অর্জ্জুন। কেহ নহে সৈরিন্ধ্রী আমার,

ছিনু যুধিষ্টির পাশে ছিল দাসী তথা।

সুদেষ্ণার প্রবেশ।

সুদেষ্ণা। কি যাদুকরী মন্ত্র কহিয়াছ কানে,

বাছা মম নাহি চাহে ছাড়িতে তোমায়।

জাগরণে, নিত্য করে ধ্যান

ঘুমাইলে স্বপ্নে কহে কথা তবসাথে,

অশান্ত হইয়া কভু আইসে চলিয়া

তব পাশে আহারের কালে।

উত্তরা। মাগো! গুরু মম বহুক্ষণ
অবকাশ দিয়াছেন মোরে কিন্তু,
কোথা রাখি বৃহন্নলায় যাইব জননি!

অর্জ্জুন। যাও মা জননি আমার! করগে শয়ন
আমি যাই নিজগৃহে!

সুদেষ্ণা ও উত্তরার প্রস্থান।

ছার এ জীবন মম! কিসের লাগিয়ে
সর্ব্বকর্ম্ম তেয়াগিয়া করিলাম অস্ত্র শিক্ষা।
হায়! হৃদয় আমার হ'ল শোকাগার
প্রাণ আমার হতেছে কাতর।
প্রতিজ্ঞা—প্রতিজ্ঞা—প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ আমি।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রন্ধনশালার সম্মুখ।

ভীম।

ভীম। সুতপুত্র করে অপমান সম্মুখে আমার,
ছার প্রতিজ্ঞার ভয়ে নারিনু কহিতে কথা;
কীচকে মারিব দলি পদতলে
উড়াইব ধুলি সম শরীর তাহার।

ছার ছার সে প্রতিজ্ঞা
পুন বনে রব দ্বাদশ বরষ;
লব পাপ রাশি আপনার শিরে।
ছি ছি ভীম আমি স্থাবর জঙ্গম
কাঁপে মোর দাপে
সম্মুখে আমার, পদাঘাত করিল পাপী!
স্বহস্তে কাটিব কীচকের শির।
না না না যে মুখে আনিল সে পাপ কথা
সেই মুখে করিব ভীম পদাঘাত;
তিলে তিলে ভাঙ্গিব শরীর তার
ডুবাইব ধরা হ'তে কীচকের নাম।
(উত্তরীয় বিছাইয়া ভূমিতে শয়ন।)

দ্রৌপদীর প্রবেশ।

দ্রৌপদী। হে বৃকোদর! চির নিদ্রাকোলে শায়িত কি তুমি?
শত্রু মোর রহিল জীবিত
কহ নিদ্রা যাও কোন সুখে তুমি?
আছে জীবিত যার পতি
কীচকে তার নারী করে অপমান?

ভীম। বধিব বধিব কীচকে আমি
ধরণী রুধির তার না দেখিবে কভু।
(চক্ষুমুছিয়া) কেও কৃষ্ণা!
তুমি কেন সতি এসেছ হেথায়?

কহ কিকারণে বিবর্ণ হয়েছ তুমি
কেন বা এসেছ আজি বল্লভের পাশে
এঘোর নিশীতে ?

দ্রৌপদী। হে বৃকোদর।
ধর্ম্মরাজ পতি যার কোথা সুখ তার।
জান তুমি যা ঘটিল সভামাঝে
তবু হেন প্রশ্ন কোন হেতু কর আজি ?
প্রতিকামী আনিল আমারে যবে
দাসী বলি সভা মাঝে,
বনবাসে ছার জয়দ্রথ করিল অপমান ;
পুন,
কীচক দুর্ম্মতি সভামাঝে করিল পদাঘাত।
দ্রৌপদী বিনা কহ, কোন নারী
বার বার সহে হেন ক্লেশ ?
শুন বৃকোদর ! আর না বাঁধিব কেশ
প্রতিজ্ঞা আমার হেন অপমান আর না সহিব,
বিসর্জ্জিব পাপ দেহ।
লয়ে ধর্ম্মরাজ ! পুন দ্যুত ক্রীড়া করি
সুখে রহ পঞ্চভ্রাতা ; বিসর্জ্জিল যেই
দ্যুত ক্রীড়া করি রাজ্য, হস্তি, অশ্ব
মহামূল্য রত্নরাজি পণ হেতু
সেই হস্তিনার রাজা বিরাটের দাস আজি।
কাঁপে যার ডরে ত্রিভুবন যক্ষ রক্ষ

পন্নগ-ঈশ্বর সেই ভীম আজি
সূপকার রূপে বিরাটের আজ্ঞা বহ।
হায় একমাত্র রথে যিনি, দেব,
দানব কিন্নর নরে করি পরাজয়
রাখিলা অদ্ভুত কীর্ত্তি খাণ্ডবদাহন
কালে, যার প্রভা বলে তৃপ্ত হুতাসন
সেই দেব আজি বৃহন্নলা বেশে
বিরাটের নাট্যশালা মাঝে।
যার ভুজবলে কাঁপে ধরা নামে যার
ডরে শত্রু কুল তার বাহু শঙ্খাবৃত আজি।
সেই দ্যুত প্রিয় রাজা হেতু
আছি সৈরিন্ধ্রীর বেশে বিরাটের পাশে—
সুদেষ্ণার দাসী ভাবে।
নিত্য ভ্রমি বনে বনে তুলি ফুল
তার পরিচর্য্যা হেতু;
দ্রুপদ নন্দিনী আমি পাণ্ডবের বধু
কীচক আজি মোরে করিল অপমান।

ভীম। ধিক্ বাহু বলে মোর;
হেন দশা স্বচক্ষে দেখিনু আমি।
কি কব কি কব প্রিয়ে! আছে
প্রতিজ্ঞা রাজার নহে এতক্ষণে দেখিতে
কীচকের ছিন্ন শির তব পদতলে।
শুন যাজ্ঞসেনি!

যবে রাজ সভামাঝে হেরিনু সম্মুখে
পদাঘাত করিল পাপী, হ'ল ইচ্ছা
ছার বিরাট রাজ্য পদাঘাতে করিতে মর্দ্দন
কিন্তু হায়! কি কব তোমারে
সেই দ্যূত প্রিয় রাজা ঈঙ্গিতে আমারে
করিলেন মানা, সেই হেতু রোষে
বিসর্জ্জিনু রাজসভা।
ত্যজ ক্রোধ চন্দ্রাননি! ধর্ম্মে দেহ মন।
শুন দেবি! শুনিলে এ বারতা
নিশ্চয় ধর্ম্মরাজ ত্যজিবেন প্রাণ।
আছে শেল সম বুকে—নারিনু বধিতে
কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসন কৌরবের বীর যত
যার লাগি রাজ্য ভ্রষ্ট হইয়াছি মোরা।
শান্ত হও বিধুমুখি অর্দ্ধমাস কাল
উপাড়িব হৃদয়ের শেল যত
পদাঘাতে বধিয়া কীচকে, রাজরাণী
করি তোরে বসাইব যুধিষ্ঠির পাশে।

দ্রৌপদী। শুন বৃকোদর! শোকে ঝরে অশ্রুজল
নয়ন যুগলে, সেই হেতু কহি হেন কথা।
কিন্তু, কোথা যাব আমি, বিরাট-মহিষি
নিত্য কহে স্থানান্তরে করিতে গমন।
আর না ফিরিব কীচক না মরে যদি;
ভ্রমি নগরে নগরে কাটাইব অর্দ্ধমাস

কাল পূর্ণ হ'লে পুন ফিরিব বিরাট নগরে
ভাগ্যে যা আছে ঘটিবে আপনি।
সহিয়াছি বহু অপমান
সহিব শত অপমান কেহ না জানিবে।

ভীম। শুন কৃষ্ণা! কথা না শুনিব কীচকে মারিব
যায় যাবে প্রতিজ্ঞা আমার। কিন্তু দেবি!
আছে কি উপায় কোন যাহে পারি বধিতে সে পাপী?

দ্রৌপদী। আছে এক মাত্র উপায়।

ভীম। যেবা হয় কহ শীঘ্র করি,
প্রতিজ্ঞা আমার কীচকে মারিব;
কিন্তু কহ কিবা সে উপায়?

দ্রৌপদী। ফুল হেতু যবে ভ্রমি কানন মাঝারে
নিত্য আসে পাপী
সঙ্কেত করিব তারে কালি।

ভীম। কহ কোথা রাখি দলিব তার শির
শেল দিয়া হৃদি-শেল করিব উর্দ্ধার?

দ্রৌপদী। কাননের মাঝে আছে নৃত্যশালা
দিবাভাগে রাজকন্যা থাকে তথা
নিশা আগমনে জনশূন্য হয় সেই স্থান।

ভীম। কৃষ্ণা! সেই স্থানে নাশিব কীচকে
জুড়াইব হৃদয়ের জ্বালা।
পদাঘাতে ভাঙ্গিব শরীর, তালরূপে
তারে আনিব সম্মুখে তোমার।

শুন যাজ্ঞসেনি! হেন রূপে কহিবে তাহারে
আসে যেন সে দুর্ম্মতি নৃত্যশালা মাঝে।

দ্রৌপদী। শুন বৃকোদর! নিদ্রা নাহি যাব প্রত্যুষে উঠিব
পাঠাইয়া যমালয়ে সুখে নিদ্রা যাব পুন।

ভীম। কৃষ্ণা! যাও গৃহে
প্রভাত হইলে লোকেতে জানিবে
কার্য্য সিদ্ধি নাহি হবে মম।

দ্রৌপদীর প্রস্থান।

তিল তিল করি মিশাইব দেহ তার
ধুলি বাশি সাথে; কতক্ষণে পাব সে পাপীরে
পদাঘাত করি মুখে তার মিটাইব শোক মম।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান।

কীচক।

কীচক। আহা! কত রূপ ধরে নিতম্বিনী;
সে বদন জ্যোতি এক্ষণেও জাগিছে অন্তরে
আকুল করিছে প্রাণ একাধারে এত
সৌন্দর্য্যরাশি কিরূপে গঠিলা ধাতা!
ছার চাঁদের তুলনা; সে চাঁদ বদন

হেরেছে নয়নে যেই সেকি কভু
চাহিবে আকাশ পানে ; আসে এ উদ্যানে যবে
ফুল্ল ফুলরাশি হয় নত শির, হেরি তার
রূপরাশি মুদে আসে কমলের আঁখি দ্বয়।
চাহে একদৃষ্টে কুরঙ্গিণী কুরঙ্গের পানে—
সরমে না চায় সে বদনের দিকে
লাজে কভু ফিরায় বদন।
কিবা মরাল গমন তার ;
ছার কোকিলের স্বর—
যে শুনেছে তার কণ্ঠস্বর
সে কি কভু শুনিবে রে সপ্তস্বর বীণা।
ছার কেকা রব কুঠার বর্ষিছে যেন কানে
তারে যদি পাই জীবন বিকাই পায়।
স্বচক্ষে দেখেছে সতি ক্ষমতা আমার
দেখেছে কেবা রাজা বিরাট নগরে,

দূর হইতে দ্রৌপদীকে দেখিয়া।

ঐ যে আসিছে বামা ! আহা ! কিবা রূপ ;
হেরিলে জুড়ায় আঁখি
ছার বায়সের কণ্ঠরব কেন উঠে কানে ?
এস এস হৃদয়ের ধন ! এস নিকটে আমার
যত্নে রাখি হৃদি মাঝে জুড়াই তাপিত প্রাণ ;
প্রাণেশ্বরি ! দেহ দয়া করি স্থান পদে।

অগ্রসর হইয়া দ্রৌপদীকে ধরিতে উদ্যত
ও দ্রৌপদীর কিঞ্চিৎ দূরে গমন।

দ্রৌপদী। পদাঘাত চাহ কি পুন করিতে আমায়।

কীচক। ত্যজ শোক চন্দ্রাননি! শুন প্রাণেশ্বরি!
অভিমান পরিহরি চেয়ে দেখ
তব দাস প্রতি, মিনতি আমার দেহ স্থান পদতলে
আমারে সুলোচনে!

দ্রৌপদী। হে কীচক!
পুন কি চাহ অপমান করিতে আমায়?

কীচক। (স্বগতঃ) আর কোথা যাবে,
কে পারে বুঝিতে কুলটার রীতি
নয়নে যে হানে বান কথায় চাতুরি
নানা রূপে তোষে মন
কার সাধ্য পারে বুঝিতে তাহারে।

(প্রকাশ্যে) শুন সুশ্রোণি!
ত্যজি অভিমান ভজ মোরে
রাজরাণী সম রাখিব তোমারে;
আমারে ভজিলে তুমি, লক্ষী হবে তব দাসী
সৌভাগ্য সেবিবে তব পদ।

দ্রৌপদী। হে কীচক! ইচ্ছা মম পূর্ণিতে তব মনোরথ
কিন্তু শুন মোর কথা
হেন কথা প্রকাশ না করিবে

কভু তব ভ্রাতা দলে,
অপরে শুনিলে দুই জনে হারাইব প্রাণ
গন্ধর্ব্ব হাতে।

কীচক। ছার গন্ধর্ব্বগণ!
পারি পদতলে দলিতে সবারে
পাই যদি তোমা হেন চাঁদে;
শুন সৈরিন্ধ্রি!
পুরাইলে আশা মম দেবে না
জানিবে, গন্ধর্ব্ব কোন ছার,
দেহ স্থান হৃদি মাঝে প্রাণেশ্বরি।
জুড়াই তাপিত জীবন মম।

দ্রৌপদী। শুন সুত পুত্র!
অদূরে কানন মাঝে আছে নৃত্যশালা
নির্জ্জন সে স্থান
রাজকন্যা করে নৃত্য গীত দিবাভাগে
নিশা কালে কেহ নাহি থাকে তথা
সেই স্থান করিয়াছি স্থির।

(প্রস্থান।)

কীচক। ভুল না আমারে তুমি সুলোচনে।
পূর্ণ হ'ল আশা মম;
করি পান অমৃত সাগর
ভাসিব সুখের স্রো'তে।
কীচকের গলে শোভিবে যে মালা

হেন মালা বনমালি কভুকি দিয়াছে গলে ?
দেব ভোগ্য সুধা কীচক করিবে পান।
আহা! তুলি কুসুমের দল
গঠেছে বিধাতা চাঁদ মুখ তার
চুমি ফুল মধুপান করিব রে আমি।
না না কঠিন কঠিন কুসুম
সে কুসুম কাঠিন্য বিহীন
চাঁদের কিরণ রাশি লইয়া যতনে
মানস সরস মাঝে বসিয়া বিরলে
কোন পটু চিত্রকর এঁকেছে প্রতিমা হেন ?
হেরে যায় নিত্য প্রাণ চায় বিকাই সে পায়।
ছার কীচকের বিভব, ছার দাসী গণ মম,
এ বিভব নাই যার কিবা সুখ জগতে তাহার।
প্রাণ আমার হতেছে কাতর, করি
সুরাপান, একমনে হেরিগে সে রূপরাশি।

প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রন্ধনশালার সম্মুখ।

ভীম।

ভীম। কবে পাব তারে
দলি পদতলে সে মহাপাপী
পুরাইব বাসনা আমার।
আছি অজ্ঞাতবাসে দাস ভাবে
বিরাট নগরে; বদ্ধ প্রতিজ্ঞার পাশে;
প্রতিজ্ঞা—প্রতিজ্ঞা—প্রতিজ্ঞাই কাল মম।
ভাঙ্গিব প্রতিজ্ঞা আমার
পুন বনে রব দ্বাদশ বরষ
তবু কীচকে মারিব;
ধর্ম্মরাজ কথা আর না শুনিব আমি।
ভীম আমি সম্মুখে আমার
সূত পুত্র দ্রৌপদীরে করে পদাঘাত।

দ্রৌপদীর প্রবেশ।

দ্রৌপদী। শুন ভীম! কহিয়াছি কীচকে
আজি আসিতে নিশীতে নৃত্যশালা মাঝে
নির্জ্জন সে স্থান নিশা কালে কেহ নাহি থাকে

সংহারি দুর্ম্মতি দাও অভয় আমারে।

ভীম। কবে পাব পাপী সম্মুখে আমার।
শুন দেবি!
বধি হিড়িম্বরে লভেছিনু যে সুখ অন্তরে
এ সংবাদ শুনি সেই সুখ পড়িল মনে।
দেবরাজ বধিল যেমতি বৃত্রাসুরে
কীচকে তেমতি বধিব আমি।
ভ্রাতৃবধ হেতু ক্রোধবশে আসে যদি
উপকীচকগণ বিপক্ষে আমার
বিনাশিব তা'সবারে;
নিবারেণ যদি ধর্ম্মরাজ
কহিব তাঁহারে চাটুকার রূপে
বিরাটের করিতে সেবা
আমি কভু শুনিব না কথা।

দ্রৌপদী। শুন ভীম!
মিনতি তোমায় মম হেতু
সত্য ভঙ্গ না করিও কভু।

ভীম। প্রিয়ে!
তব ইচ্ছামত কার্য্য করিব সাধন;
গভীর তিমিরে লুকাইয়া থাকি
সবান্ধবে পাঠাব কীচকে শমন ভবনে।
যেই মুখে আনিল সে পাপ কথা
প্রতিফল দিব তায় আজি।

রেণু রেণু করি ধুলি সাথে
উড়াইব দেহ তার।
ছার উপকীচক গণ
পারি দিতে রসাতলে বিরাট নগর ;
ভীম আমি কাঁপে ধরা মোর নামে
মম সনে করে বাদ যেই
তার সম মূর্খ কে আছে জগতে ?
ত্যজ শোক চন্দ্রাননি !
সাধিব মঙ্গল তব কহিলাম আমি।
লইলাম গুরুভার
শান্ত নাহি হ'বে মন, যতদিন
মৃত দেহ তার না হেরি নয়নে।
যাও প্রিয়ে ! স্বকার্য্যে তোমার
বহুক্ষণ তুমি থাকিলে এখানে
লোকে পাবে পরিচয়
সকলি বিফল হায় হইবে আমার।

দ্রৌপদীর প্রস্থান।

কতক্ষণে পাব সেই নরাধমে
শোয়াইব শমনের কোলে শত ভ্রাতা সহ
সেই পাপমতি ;
যাই আর না থাকিতে পারি
নিশা প্রায় হ'ল আগমন।

প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কীচকের গৃহ।

কীচক। যাবে নাকি অস্তাচলে দিননাথ আজি?
প্রতিপল বর্ষ যেন হ'তেছে অনুমান;
নিত্য আসে যায় দিন
কভু নাহি দীর্ঘ বলি হয় অনুমান।
আজি সূর্য্যদেব রহিয়াছে স্থির বিষুবরেখার
পারে তুষিবারে কমলিনী প্রাণ।
যাও দিনদেব! অস্তাচলে পাঠাও সত্বর
নিশা প্রিয় সহচরী মম।
ফুটাইব স্থল-কমলিনী তোমার আশ্রয়ে
আজি নিশাপতি!

(নিজ বেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া।)

কিসুন্দর সাজে সাজিয়াছি আমি
হেন বেশ হেরিলে নয়নে
ভূলে যায় অপ্সরী কিন্নরী
দাসী কোন ছার।
ছার বায়সের রব কেন শুনি কানে;
কুজনিছে পাখি—মলয় বিলায় বায়
গুঞ্জরিছে অলিদল ফুলে ফুলে

আনন্দ অন্তরে করিছে মধুপান ;
নিশা আগমনে আমিও বসিব ফুলে।
আঃ কতক্ষণে হ'বে নিশা,
হেরিব পরাণ ভরে এলোকেশী গন্ধর্ব্ব রমণী।
কহে নারী পঞ্চজন গন্ধর্ব্ব স্বামী তার ;
শুনিয়াছি দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী
আর পঞ্চস্বামী কুলটার হয় ;
গন্ধর্ব্ব কুলটারে কভু না করিবে গ্রহণ।
না না কুলটা নিশ্চয় সে জন
অধরে হাসিটি মাখা
নয়ন যেন পূর্ণকামবাণে।
হাব ভাব যেই প্রকাশয়ে নিরন্তর
যদি, সে নহে কুলটা তবে কুলটা কোন জন ?
ভুলাইব বামা—সে বামায় হৃদে রাখি
জুড়াইব তাপিত জীবন।
যাই, নিশা প্রায় হ'ল আগমন
ধীরি ধীরি বিলাইছে আঁধার রাশি।

প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

নৃত্যশালা।

ভীম ও দ্রৌপদী।

ভীম। অস্থি রাশি চূর্ণ করি তার
মিশাইয়া ধূলি সাথে উড়াইব জগত মাঝারে ;
ধরার সে পাপ ভার করিব লাঘব
লোপ হবে কীচকের নাম আজি হ'তে।
শুন প্রিয়ে!
ভীম পদাঘাত কভু না করিব মুখে
গোলাকার করি শরীর তাহার
আনিব সম্মুখে তোমার
কোন চিহ্ন কীচকের নাহি পাবে কেহ।

দ্রৌপদী। শুন ভীম! আসিছে কীচক
চলিলাম আমি,
মিনতি তোমায় নাথ! যুঝ তার সাথে
মানবের ন্যায়,
আমা হেতু না করিও প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন।

এক দিক দিয়া দ্রৌপদীর প্রস্থান,
অপর দিক দিয়া মদোন্মত্ত কীচকের
প্রবেশ।

কীচক। কোথা তুমি প্রেয়সি আমার!
দেখা দিয়ে প্রাণেশ্বরি! বাঁচাও
আজি কীচকের প্রাণ,
প্রাণ আমার হ'তেছে কাতর
করি সুধা পান সবল হউক এ কায়।

ভীমকে দেখিয়া আলিঙ্গন।

আহা! কি কোমল অঙ্গ তব
বিতর প্রেয়সি সুধা মোরে।

বদন চুম্বনে উদ্যত।

প্রিয়ে! প্রেরিয়াছি অলঙ্কার দাস দাসী
তব হেতু, আহা চাঁদ রবে কুয়াসার মাঝে
কোন প্রাণে হেরিব নয়নে আমি।
হেরে রূপ মম দাসীগণ
মূর্ত্তিমান কাম বলি সম্ভাষে আমারে,
কহে হেনরূপ হেরি নাই কভু।

ভীম। হে কীচক! সৌভাগ্য আমার
তব সম রূপবান নর পাইলাম আজি;

রূপে নারী ভুলে,
তব রূপে ভুলাইলে আমারে আজি
ধর্ম্ম ত্যজি লভিলাম তোমা হেন ধনে।
কঁহ হেন স্পর্শ সুখ
কভুকি লভেছ জীবনে তোমার।

কীচক। কর সুধা দান প্রাণেশ্বরি!

ভীম। করিয়াছ সভামাঝে পদাঘাত মোরে,
বিরলে পাইয়ে নারী, হয় ভয়
পাছে পুন কর পদাঘাত
অপমানে মৃতপ্রায় প্রাণ
বেদনায় হ'য়েছে কাতর।

কীচক। ক্ষম প্রিয়ে! মানিনী রমণী সম কর মান,
ধরি পায় ত্যজ-মান চন্দ্রাননি!

(পদদ্বয় ধারণ)

কীচক তোমার দাস, প্রভু তুমি
ক্ষম অপরাধ আজি সুলোচনে!

ভীম। রে দুরাত্মা!
যে মুখে আনিলি ও পাপ কথা
পদাঘাত করি সেই মুখে তোর
দলি রেণু সম মিশাইব শরীর তোমার।

কীচকের কেশ ধারণ।

শোনরে মূঢ়!
ভীম সম ধরে বল গন্ধর্ব্বগণ

রক্ষিবারে ভার্য্যা আপনার।
বিরাটের সেনাপতি তুমি
লোকে কহে অতুল তোমার বল
সেই শক্তি প্রকাশি আপনি রক্ষা কর
জীবন তোমার।

কীচককে লইয়া ভীমের প্রস্থান।

(নেপথ্যে।) শুন প্রিয়ে।
বধি কীচকের প্রাণ আজি
শান্তিলাভ করিলাম আমি
অঋণ হইনু আজি ভ্রাতৃগণ পাশে।

(কীচকের মৃত দেহ পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ।)

ভীম ও দ্রৌপদীর প্রবেশ।

যেবা নর তব সাথে করিবে
হেন আচরণ, কীচকের সম
বধিব তাহারে।
শুন কৃষ্ণা! চলিলাম মহানসে আমি
তুমি যাও অন্তঃপুরে।

(প্রস্থান)

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

প্রাঙ্গন।

একজন দাসী।

দাসী। রহে না বুঝি গতর আমার
খাট্যে খাট্যে প্রাণটা গেল।
রাজবাড়ী বলে সুখের আগার
এই ত আমার সুখ!
আরে আমার কপাল
না ভানতে আপনি চাল।
দি. পথটা ঝাট দি।

গোলাকায় কীচকের মৃতদেহ দেখিয়া।

এটা আবার কি?

দীপ হস্তে দ্রৌপদীর প্রবেশ।

দ্রৌপদী। হের সবে কীচক দুর্গতি
পদাঘাত করিল পাপী রাজ সভামাঝে
সেই হেতু গন্ধর্ব্বগণ বধিয়াছে তারে।

দাসী। ওগো! আমার কি হলো
মামার আমার প্রাণ গেল।

ওগো আমার কি হলো
মামার আমার প্রাণ গেল।

সুদেষ্ণা, বিরাট ও উপকীচকগণের প্রবেশ।

সুদেষ্ণা। কহ দাসি। কাঁদ তুমি কোন হেতু ?

দাসী। ওগো! মামার আমার এই হলো।

সুদেষ্ণা। হায়! নিজ পাপে হারাইলাম
এ রাজ্যের ভূষণ—ভ্রাতারে আমার।

বিরাট। দেবি! কহ তুমি সৈরিন্ধ্রীরে
তেয়াগিতে রাজপুরী মম;
আমি নহি কব কথা হেরিব না বদন উহার
কি জানি ভয় হয় হেরিলে উহারে
পাছে গন্ধর্ব্বের কোপানলে হই ভস্ম।
কর কীচকের অন্ত্যেষ্টি সমাপন।

প্রস্থান।

সুদেষ্ণা। শুন সৈরিন্ধ্রি।
নাহি স্থান তব এই রাজপুরী মাঝে,
জ্বলন্ত অনল আর না রাখিব গৃহে
যতনে রাখিয়া তো'রে
হারাইলাম ভ্রাতারে আমার।

দ্রৌপদী। দেবি! কহ কিবা দোষ মম
ভ্রাতা তব অন্যায় সাধিল
রাজ সভা মাঝে পদাঘাত করিল আমারে

অলক্ষ্যে গন্ধর্ব্বগণ হেরি তায়
বধিল ভ্রাতারে তব--কহ কিবা দোষ মম ?

সুদেষ্ণা। শুন সৈরিন্ধ্রি ! নাহি স্থান তব আলয়ে আমার
গন্ধর্ব্বের ভয়ে নারিল বিরাট
কহিবারে কোন কথা সম্মুখে তোমার
নারী সাথে পুরুষ কহিলে কথা
পাছে গন্ধর্ব্ব রোষে
সেই হেতু কহিলেন মোরে
জানাইতে তোরে আদেশ তাহার ;
আজি হতে অন্য স্থানে রবে তুমি
এ রাজ্যে নাহি স্থান তব।
এ কেমন কথা পঞ্চস্বামী ভজে নারী
কহ কে কোথায় শুনেছে হেন কথা ?
ভয় হয় কোন কথা বলিতে তোমারে।

(প্রস্থান।)

উপকী। কুলটায় ভজে পঞ্চস্বামী।
হের স্তম্ভে ভর করি
বিলাইছে সৌন্দর্য্য রাশি
পুরুষ মাঝারে।

২য় উপকী। যার হেতু ভ্রাতার এ হেন দুর্গতি
বাঁধ, লয়ে যাব তারে
পোড়াইতে ভ্রাতার চিতায়।

(দ্রৌপদীকে বন্ধন।)

দ্রৌপদী। দেখ দেখ গন্ধর্ব্বগণ ! ভার্য্যার দুর্গতি
নরকুলাধমগণ বাঁধিয়া আমারে
লয়ে যায় শ্মশানের মাঝে
পোড়াইতে কীচকের সহ ;
রক্ষ রক্ষ আজি এ দাসীর প্রাণ।
কোথা প্রাণেশ্বর ! এ সময়ে,
রাখিয়াছ মান যবে কীচক করিল দুর্গতি ;
এস এস ত্বরা করি বাঁচাইতে প্রাণ।
(নেপথ্যে।) শুন সৈরিন্ধ্রি ! ভয় নাহি তব
পশিয়াছে রোদন ধ্বনি কর্ণেতে আমার
আছে অলক্ষ্যে গন্ধর্ব্বগণ রক্ষিতে তোমারে।

দ্রৌপদী। এস এস ত্বরা নাথ ! বাঁচাইতে প্রাণ।
(নেপথ্যে।) ভয় নাহি সৈরিন্ধ্রি ! তোমার
আছি তব পাশে।

দ্রৌপদীকে বন্ধন পূর্ব্বক কীচকের মৃত দেহ
লইয়া সকলের প্রস্থান।

(নেপথ্যে।) রে দুর্ম্মতি ! নাহি কিরে প্রাণে ভয়
নাশিয়াছি ভ্রাতা তব
পুন নাশিয়া তোদের পুরাইব হৃদয় বাসনা
রক্তে পূর্ণ হবে বিরাট নগর।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

নৃত্যশালা।

উত্তরা ও বৃহন্নলা।

উত্তরা। শুন বৃহন্নলা!
কালি নিশাযোগে দেখিয়াছি
স্বপ্ন ভয়ঙ্কর
যেন বীর বেশে তুমি রথোপরি
বর্ষিছ অজস্র বাণ রক্ষিতে বিরাট রাজ্য।
হেরিলে তোমার সে রূপ ভয় হয় মনে;
কিছুক্ষণ পরে হেরিলাম তোমারে দূরে
সঙ্গে আছে ত্রিলোকের পতি
অদূরে তাহার কে যেন আমায়
উঠাইয়া রথোপরি
বসাইল বামে তার
আর না পাইনু হেরিতে তোমায়।
কহ বৃহন্নলা! স্বপ্ন কিগো সত্য হয়?

অর্জ্জুন। কত স্বপ্ন নিত্য দেখ মাতঃ।

উত্তরা। কহ বৃহন্নলা! কভু কি ছাড়িবে আমারে?

অর্জ্জুন। কোথা যাবে পুত্র জননী ছাড়িয়ে।

উত্তরা। সত্য কহ কভু তুমি না ছাড়িবে মোরে।

অর্জ্জুন। এ প্রাণ থাকিতে জননি আমার
কভু না ছাড়িব তোমারে আমি।

সুদেষ্ণার প্রবেশ।

সুদেষ্ণা। এস মা আমার!
নাহি কাজ সঙ্গীত শিখিয়া আর
চল যাই শয়ন মন্দিরে।

উত্তরা। মাগো! করি নাহি অধ্যয়ন আজি।

সুদেষ্ণা। কহ জননি আমার শিখেছ কি সেই গীত?
বর্ষে সুধা স্রোত কর্ণেতে আমার
যবে শুনি সঙ্গীত স্বর তব কণ্ঠ হতে।
চল মা আমার।

উত্তরা। শিখেছি মা সে সঙ্গীত।
কহ জননি আমার
স্বপ্ন কি গো মিথ্যা কভু হয়?
কালি নিশাযোগে দেখেছি স্বপন
বৃহন্নলা গিয়াছে ছাড়িয়ে মোরে।

(ক্রন্দন।)

সুদেষ্ণা। কিযে যাদুকরী মন্ত্র জান তুমি
কি আর বলিব।

অর্জ্জুন। ক্ষম দেবি! নহি যাদুকর আমি;
সরল বালিকা মন নিত্য শুনে
দুখের কাহিণী মম,

ভাই আমা হেতু বিষণ্ণ সতত।

সুদেষ্ণা। যা জান ভাল করিও তাহাই
অর্পিয়াছি তব করে কোমল কলিকা মম।
চল বৎসে! যাই বিশ্রামের হেতু।

উভয়ের প্রস্থান।

দ্রৌপদীর প্রবেশ।

অর্জ্জুন। কহ দেবি!
এ বিপদ হ'তে কেমনে পাইলে রক্ষা
কেমনে, কার হস্তে মরিলা কীচক ভ্রাতৃগণ সহ?

দ্রৌপদী। বৃহন্নলে!
সুখে রহ অন্তপুরে তুমি,
নৃত্য গীত শিখাও উত্তরারে?
কি কাজ শুনিয়ে দুখের কাহিনী মোর।
সহিতে দুখের ভার
আছি দাসী ভাবে বিরাটের পাশে
কাতরা দেখিয়ে মোরে সহাস্য বদনে
জিজ্ঞাসিছে যেই জানিবারে
দুখের কাহিনী মম তার কাছে
ভাগ্য লিপি না বলিব মম।

অর্জ্জুন। সাক্ষি থেক' দেবতা মণ্ডলি
কেবা কাতর আজি অর্জ্জুনের সম
দ্রৌপদীর হেতু। শুন কৃষ্ণা!

নীচ নহে কভু অর্জ্জুন হৃদয়
তব শোকে ব্যথিত হয়েছে হৃদি
তাই জিজ্ঞাসিনু তোরে।
আছি রমণীর বেশে বিরাটের পাশে
ত্যজি রিপু কুলত্রাস গাণ্ডীব আমার
দুলাইয়া লম্ববেণী
শঙ্খের বলয় করিয়া ধারণ
আছি নৃত্য গীত মাত্র করিয়া আশ্রয়।
পরমেশ!
আর কত তাপ সহিবে অন্তর মম।
বাহিরাও প্রাণ আমার
নাহি স্থান অর্জ্জুনের দেহে।
হায় কেন শিখিলাম অস্ত্রবিদ্যা
বনে থাকি দ্বাদশ বরষ
কেন বা অষ্টোত্তর শত
স্বর্ণ কমলের হেতু এড়িলাম বান
বধিতে কুবেরে, কেন বা তুষিয়া ত্র্যম্বকে
লভিনু গাণ্ডীব অক্ষয় তুণীর সহ।
কেন খাণ্ডব দাহন কালে
বধি আত্মীয় আমার
ঢালিলাম মেদিনীর শুষ্ক কণ্ঠে
তপ্ত রুধিরের স্রোত তুষিতে সর্ব্বভুকে!
হায় পাপ হেতু ধরি রমণীর বেশ

আছি বিরাট আলয়ে
ধর্ম্মরাজ রাজ পারিষদ সম
বৃকোদর মহানসে,
আছে দুটি ভাই ননীর পুত্তলি সম
কাঁদে প্রাণ হেরিলে তাদের।
আরে আরে দেবতা মণ্ডলি
আর কত কাল রব জীয়ে
এ দুখের ভার করিতে বহন?
যাক্ প্রাণ আমার
ছার দেহ ভার কেন বহি আর।

দ্রৌপদী। কাতর না হও বীর
সত্বর আসিবে সুখের দিন
সুখে রহ নৃত্যশালা মাঝে।

প্রস্থান।

অর্জ্জুন। শান্ত হও প্রাণ আমার
আছি বদ্ধ প্রতিজ্ঞার পাশে।

প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

দুর্য্যোধন, দ্রোণ, কর্ণ, শকুনি, ভীষ্ম, ত্রিগর্ত্তগণ
দূত ইত্যাদি।

দুর্য্যোধন। কহ কি সংবাদ রে দূত!

দূত। ধরণীর মাঝে নাহি স্থান হেন
যথা রাজ-আজ্ঞা হয়নি প্রচার।
হে রাজন! যবে ভ্রমি বিরাট নগরে
পাণ্ডবের হেতু শুনিনু তথায়,
যার হেতু ত্রিগর্ত্তগণ হারাইল প্রাণ,
সেই বিরাট-সারথি ভ্রাতৃগণ সহ
গন্ধর্ব্বের হাতে ত্যজিয়াছে প্রাণ।

দুর্য্যো। শুন দূত পুন আজ্ঞা করহ প্রচার
যেবা দিবে পাণ্ডবের সমাচার
অর্দ্ধরাজ্য দিব তারে।
আছে অল্প কাল আর

পাণ্ডবের হইতে প্রকাশ।

দূতের প্রস্থান।

কর্ণ। হে রাজন! প্রের চর চারি দিকে
আছে যান বেগবান
প্রের বায়ুগতি সত্বর চারি দিকে
আনিবারে পাণ্ডব সংবাদ।

দুঃশাসন। হে রাজন! হয় অনুমান
শোকে দুঃখে ত্যজিয়াছে প্রাণ পাণ্ডবগণ
নহে কোন হেতু
আসিল ফিরিয়া দূতগণ।

দুর্য্যো। মতিমান! প্রের যান
হৃদয় আবেগ বাড়িতেছে ক্রমে
যুক্তিজ্ঞান হারায়েছি আমি।

দ্রোণ। বুঝনা বুঝনা কিসের আবাধ
শৌর্য্য বীর্য্যশালী জিতেন্দ্রিয় পাণ্ডব কুমার
কাঁপে যার ভয়ে দেবতা মণ্ডলী
যমরাজ পায় ডর যার নামে
সেই শত্রু তব র'য়েছে জগতে।
শুন মন্ত্রণা আমার, প্রের চর
চারিদিকে যথারীতি করিতে সন্ধান।

ভীষ্ম। শুন দুর্য্যোধন!
পশিবে যে দেশে পাণ্ডব-কুমার
মৃত্যু কভু সে রাজ্যে না যাবে,

শস্যপূর্ণ হবে ধরা, কারা হবে সুখের আলয়,
সুখে রবে প্রজাগণ,
অভিমান ত্যজিবে সকলে
যাগ যজ্ঞ বেদপাঠ হবে দিবা নিশি
পর্জ্জন্য প্রচুরে বারি করিবে বর্ষণ।
শুন হে রাজন!
নহে শত্রু কভু ক্রীড়ার পুত্তলি
কভু অবহেলা নাহি করিও পাণ্ডবে
আছে অজ্ঞাত বাসে
ভ্রমে দীনবেশে দেশে দেশে
পূর্ণিবারে প্রতিজ্ঞা আপন;
কাল পূর্ণ হ'লে পুন হবে অভ্যুদয়।
রাজা তুমি আছে আজ্ঞাবহ নর
কর স্থির কত রাজা
পালিবে আদেশ তব।

কৃপাচার্য্য। হে রাজন! গুপ্ত ভাবে
ভ্রমে দেশে দেশে পাণ্ডব-কুমার।

সুশর্ম্মা। (কর্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক)
হে রাজন! কীচকের বলে পুন পুন
বিরাটের রাজা করে পরাজয় মোরে
এবে গন্ধর্ব্বের হাতে গতজীব হয়েছে কীচক;
সেই হেতু হতদর্প বিরাট রাজন।
অভিলাষ অন্তরে আমার আক্রমি বিরাটে

হৃতলক্ষী মম পুন করিব গ্রহণ।

কর্ণ। মহারাজ! প্রের সৈন্যদল আক্রমিতে বিরাটরাজ্য।
কাল গর্ভে ত্যজিয়াছে তনু যারা
কিবা কাজ অর্থ-বল-পৌরুষ-বিহীন
পাণ্ডবে করি অন্বেষণ,
হৃষ্টমনে আক্রমি বিরাটে
জয়লক্ষী সাথে গোধন তাহার
করিয়া হরণ সুখে কাল করহ যাপন।
আজ্ঞাবহ দাস পালিবে আদেশ তব।

দুর্য্যো। (দুঃশাসনের প্রতি)
শুন ভ্রাতা! শীঘ্র কর বাহিনী যোজনা
আক্রমি বিরাটে রত্নরাজি করিব গ্রহণ।
অগ্রে যাবে সুশর্ম্মা রাজন
খেদাইতে গোপগণে
লয়ে সৈন্যগণ বরুথিনী দ্বিধাকরি
পর দিন মোরা যাব সবে।
যার হেতু হতবল ত্রিগর্ত্ত রাজন
কাল বশে গন্ধর্ব্বের হাতে কীচক দুর্ম্মতি
ত্যজিয়াছে প্রাণ।

দুঃশা। এ সংবাদ সৈন্য দলে করিগে প্রদান।

দুঃশাসনের প্রস্থান।

ভীষ্ম। কল্য অষ্টমী-অন্তে বিরাট রাজ্যে করিব গমন।

সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উপবন মধ্যস্থিত পথ।

শরহস্তে কর্ণ।

কর্ণ। প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা মাত্র সার
পাণ্ডবের গর্ব্ব আর না সহিতে পারি।
রেণু সম উড়াইব বাহিনী তাহার
এই শর জালে মম দেখিব দেখিব
কত বল ধরে পার্থ-বাহু। কিন্তু হায়
আছে কি বিরাটর পাণ্ডুর নন্দন?
সম্মুখ সমর আশে আদেশিনু রাজা
দুর্য্যোধনে আক্রমিতে বিরাট নগর
গোধন হরণ উপলক্ষ মাত্র তার।
প্রতিহিংসা আশা ভরেছে হৃদয় মম
আর নাহি স্থান।

সুশর্ম্মার প্রবেশ।

এস এস হে রাজন!
সম কার্য্যে ব্রতী আজি হইব দুজনে
খেদাইয়া গোপগণে ল'য়ে রত্নরাজি
বিরাটের জয়লক্ষ্মী লব করতলে
বসাইব পুন রাজসিংহাসনে তোরে।

আছে মাত্র আশা হৃদয় মাঝারে
ভাগ্যবলে পাই যদি পাণ্ডব তনয়
শত পদাঘাত করি ভীম মুখে
অর্জ্জুনে আনিব শৃঙ্খলিয়া রাজপাশে
চির আশা করিব পূরণ।

সুশর্ম্মা। কহ দেব! আছে কি পাণ্ডব তথায়?

কর্ণ। সন্দেহ হতেছে মনে।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রান্তর।

বিরাট, সৈন্যগণ।

বিরাট। কীচকের মৃত্যু হ'তে
হত বল হইয়াছি আমি
অসহায় হইয়াছে বিরাট নগর।
হায় যার বলে হারাইনু বার বার
রিপুকুল সুশর্ম্মার, গর্ব্ব চূর্ণিলাম রণে
সেই বীর শুয়েছে শমন কোলে
গন্ধর্ব্বের কোপে। কাল সর্প রাখিয়াছি
আলয়ে আমার, কে জানিত আগে।

১ ম সৈন্য। নরনাথ!
কর অভিষেক সেনাপতি পদে
কুমারে, নাহি বীর উত্তরের সম
বিরাট নগরে।

গোপদ্বয়ের প্রবেশ।

১ ম গোপ। হে রাজন!
ত্রিগর্ত্তগণ সবান্ধবে আসি

গোধন তব করিছে হরণ
প্রের ত্বরা সৈন্যগণ গোধন রক্ষিতে।

বিরাট। সাজ সাজ বীর গণ সাজ ত্বরাকরি
নাশিয়া ত্রিগর্ত্তগণে রক্ষা কর গোধন রতন।
হায়! যার বলে পরাজিনু বার বার
নাই সে কীচক আর রক্ষিতে আমারে।
আপনি যাইব যুদ্ধ হেতু
পাঠাইব যমপুরে ত্রিগর্ত্তে।
কোন গ্রহবশে পাপী আইলা পুন
আক্রমিতে বিরাট রাজ্য।

যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল সহদেবের প্র.বশ।

যুধি। নমি হে রাজন! ও পদে
কহ কোন কার্য্য করিব সাধন?

বিরাট। ত্রিগর্ত্তগণ গোধন হরণ হেতু
করিয়াছে রাজ্য আক্রমণ।
চল চল সবে যাই রণস্থলে
পাঠাইতে যমপুরে বাহিনী তাহার।

২য় গোপ। হে রাজন! বিলম্ব না কর
সাগরের সম এসেছে বাহিনী
রাজ্যলক্ষী করিতে হরণ।

যুধি। (ভীমের প্রতি) মানবের ন্যায় যুঝহ ত্রিগর্ত্ত সাথে
ভীম বল না দেখাও কভু, রাখ বাক্য মম

বিপক্ষের সাথে বুক্ষলয়ে কভু না যুঝিও,
হেন কার্য্যে পাবে পরিচয়
রাজ্যআশা মম ডুবিবে অতল সাগরে
চির কাল তরে ;
পুন ভিখারীর সম ফিরিব রে চিরকাল ;
আছে অল্পদিন পাণ্ডবের হইতে প্রকাশ।

ভীম। যথা আজ্ঞা পালিব আদেশ তব ;
কিন্তু কহ দেব ! কেমনে শক্ররে
দেখাব স্নেহ, মারিব সাদরে,
মম সাধ্য নহে তাহা
উপাড়ি পর্ব্বত ফেলিব কৌরবের মাঝে।

যুধি। শুন ভাই ! যাহার আশ্রয়ে থাকি
যাপিনু সকলে এত কাল
ইচ্ছা মম তার লাগি যুঝ যথাসাধ্য তব।

ভীম। দেহ পদধুলি দেব দেখি রণস্থলে
কেবা আসে যুঝিবারে বিরাট রাজ্যে,
ক্রীড়ার পুত্তলি সম কাড়ি লয় রাজ্য
গোধন রতন।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান।

উত্তর ও একজন গোরক্ষক।

গোরক্ষক। হত বল হে রাজন! বিরাটের রাজ্য;
ক্রুদ্ধ কৌরবের দল বাণে বাণে ছাইছে গগণ
ষষ্টি সহস্র গোধন
করেছে হরণ কৌরবের দল।
চল হে কুমার! সত্বর সে রণ ভূমে
প্রত্যাহৃতে তব রত্ন রাশি।
রাজ্য রক্ষা ভার আজি তব হস্তে
উঠ উঠ ত্বরা অস্ত্র জালে সংহার অরিরে।
হে রাজন! আছে মৎস্য দেশ
আশ্রয়ে তোমার এক মাত্র তুমি বীর
যায় রাজ্য শত্রু করতলে
না রক্ষিলে তুমি।

উত্তর। ইচ্ছা মম দলিব শত্রুরে আজি, কিন্তু কহ
কে আছে সারথি চালাইবে রথ
অরিকূল মাঝে?
যবে অনলের সম বাণ ছুটিবে চৌদিকে
মম শরাসন হ'তে হেন সাধ্য কার থাকে স্থির।

মিলিলে সারথি এখনি সমরে যাব
শত্রুরক্তে করি স্নান ফিরিব নগরে।

গোরক্ষকের প্রস্থান।

দ্রৌপদী, সুদেষ্ণা ও উত্তরার প্রবেশ।

খেদাইয়া শত্রুদলে উদ্ধারি গোধন মম।
কিন্তু হায় হেন সারথি কোথায় জগতে?
থাকিতে উত্তর হেন সাধ্য কি আছে কৌরবের
আসে বিপক্ষ ভাবে রাজ্যেতে আমার!
ছার সে কৌরব আসে যদি পার্থ
আজি, তবু না ডরে উত্তর।
শুন যে আছ যেখানে
শীঘ্র আন সারথি একজন
যাইব সমরে শত্রুকুল করিতে নির্ম্মূল।

দ্রৌপদী। হে কুমার! আছে সারথি এক
আশ্রয়ে তোমার আদেশিলে তারে
লয়ে যাবে তোমারে রণস্থলে।
ছিনু যবে পাণ্ডব আশ্রয়ে ছিল বৃহন্নলা তথা
লোকে কহে গুরু শিষ্য সমান দুজন।
খাণ্ডব দাহন কালে ছিল বৃহন্নলা
অর্জ্জুনের রথে,
সর্ব্বভূকে পরাজিল পার্থ সহায়ে তাহার।

উত্তর। ছিলে পাণ্ডব আশ্রয়ে

সেই হেতু তুমি জান বৃহন্নলা বল
কিন্তু কহ কেমনে যাচিব আমি তারে
হেন ভার করিতে গ্রহণ।

দ্রৌপদী। রাজপুত্র! কহ ভগ্নীরে তব
হেন কথা কহিতে সে নপুংসকে
হয় বৃহন্নলা যদি সারথি তোমার
নিশ্চয় শত্রুকুল হবে পরাজয়।

উত্তর। উত্তরে! ভগিনি আমার—ত্বরা যাও
বৃহন্নলা পাশে কর অনুরোধ
সারথির ভার করিতে গ্রহণ।

সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নাট্যশালা।

অর্জ্জুন ও উত্তরা।

অর্জ্জুন। কহ জননি আমার! কোন হেতু
দ্রুতপদে এসেছ এখানে?
কহ আছে কোন কার্য্য করিতে সাধন
কেন বা মলিন হয়েছে বদন তোমার?

উত্তরা। বৃহন্নলে! কৌরবের দল আক্রমি এরাজ্য

গোধন সব করেছে হরণ
সেই হেতু ভ্রাতা মম যাবে রণস্থলে
উদ্ধারিতে গোধন রতন ;
সারথি তার গতজীব হয়েছে সমরে ;
নাহি হেন জন মৎস্য দেশে
সেই গুরুভার করিয়া গ্রহণ
লয়ে যায় ভ্রাতারে আমার রণস্থলে।
কহিল সৈরিন্ধ্রী
খাণ্ডব দাহন কালে
ছিলে অর্জ্জুনের রথে তুমি ;
সেই হেতু আসিয়াছি তব পাশে।
হে বৃহন্নলে ! লয়ে যাও ভ্রাতারে আমার
সে সমরে ;
না জানি গোধন লয়ে কতদূরে
পলায়েছে কৌরবের দল ;
মিনতি তোমায় রক্ষা কর অনুরোধ মম
যাও ত্বরা রথ লয়ে।

উত্তরের প্রবেশ।

উত্তর। বৃহন্নলে ! শুনিলাম সৈরিন্ধ্রী মুখে
ছিলে তুমি সারথি রূপে অর্জ্জুনের রথে
তোমার সহায়ে খাণ্ডব অরণ্য মাঝে
তুষি সর্ব্বভুকে রক্ষিয়াছ ধরাতলে ;

আজি সেই রূপ লহ সারথ্য ভার মম ;
করিব সংগ্রাম তোমার আশ্রয়ে
বধি কৌরবের দল গোধন করিব রক্ষা।

অর্জ্জুন। শুন হে কুমার! হেন সাধ্য কি আছে
আমার সারথ্য ভার করিব গ্রহণ ?
নৃত্য গীতে আছে অধিকার
পারি তুষিবারে পুরবাসীগণে
শুনাইয়া মধুর সংগীত ধ্বনি
কহ শক্তি কোথা মম
হেন গুরুভার করিতে বহন ?

উত্তর। হে বৃহন্নলে! সারথ্য ভার এবে করহ গ্রহণ
পুন প্রতিষ্ঠিব তোরে গায়কের পদে।

উত্তরা। (অর্জ্জুনের হস্ত ধরিয়া) বৃহন্নলে! তুমি যাবে রণস্থলে
আছে এক ভিক্ষা তব কাছে
পরাজয়ী ভীষ্ম দ্রোণ আদি যোদ্ধকুল
আনিবে আমার লাগি বিচিত্র বসন,
সে বসন লয়ে সাজাইব ক্রীড়ার পুত্তলি
মম, মন সাধে খেলিব নূতন খেলা।

অর্জ্জুন। (সহাস্যে) রাজপুত্র জিনে যদি রণ
অবশ্য আনিব আমি বিচিত্র বসন
তব লাগি জননি আমার!
লয়ে সে বসন সাজাইও ক্রীড়ার পুত্তলি।

(উত্তরার প্রস্থান।)

উত্তর। শুন বৃহন্নলে! বিলম্ব না কর
চল যাই রথ লয়ে রণভূমে।

সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রণস্থলের একপার্শ্ব—দূরে শমী বৃক্ষ।

রথোপরি উত্তর ও অর্জ্জুন।

উত্তর। বৃহন্নলে! চল ত্বরা রথলয়ে কৌরব সমীপে
পরাজয়ী সে পামর লইয়ে গোধন
পুন ফিরিব নগরে। একি একি আজি!
কি ভীষণ অন্ধকারে ব্যাপিল মেদিনী
উঠিছে চৌদিকে ধুলিরাশি; হে সারথি!
নেহার অদূরে অসংখ্য কৌরব সেনা
ফিরিতেছে রণভূমে, রুষিছে
সাগর যেন গ্রাসিতে মেদিনী।
নেহার অদূরে কর্ণ, দুর্য্যোধন, কৃপাচার্য্য,
অশ্বত্থামা, ভীষ্ম আদি রথী সবে
রয়েছে দাঁড়ায়ে—পর্ব্বতের চূড়া
সহসা প্রকাশ রোধিবারে জলস্রোত।

কিবা কাজ যুঝি এ প্রবল রিপুসহ।
হের কাঁপিতেছে কলেবর মম
এ প্রবল রিপু বুঝি গ্রাসিতে আমারে
এখনি আসিবে ছুটে। শুন বৃহন্নলে!
নাহি কাজ ভেদ করি কুরুসৈন্যদল
চল ফিরি রথ লয়ে পুন মৎস্য দেশে।
অসংখ্য এ শত্রু মাঝে কেমনে যুঝিব একা
চল চল ত্বরা রথলয়ে নগর মাঝারে।

অর্জ্জুন। রাজপুত্র! কোন হেতু ভীত তুমি
কহ তা আমারে, কিবা সে দুষ্কর কার্য্য
করিয়াছে রিপুদল তব যাহে কাঁপে হিয়া।
করেছ আদেশ চালাইতে রথ মোরে
কৌরব বাহিনী মাঝে, লয়ে যাব আমি
যথা সে প্রবল রিপু আস্ফালিছে মুহুর্মূহু।

উত্তর। বৃহন্নলে! কেবা তুমি? কি সাহসে
রহ স্থির বুঝিতে না পারি?
সাগরের সম এ প্রবল রিপু গর্জ্জিছে
সম্মুখে গ্রাসিতে বিরাটরাজ্য
ওহো! একা আমি এ দুরন্ত সমরে।

অর্জ্জুন। যুবরাজ! হাসিপায় তব কথা শুনি।

উত্তরা। হে সারথি! নাহি জানি কি সাহসে চাহ
ধরিবারে কালকূট হৃদয়ে তোমার?
উন্মেলি নয়ন হের সম্মুখে তোমার

কাল যেন ব্যাদনিছে মুখ গ্রাসিবারে
অনন্ত সংসার, কি সাহসে আছ স্থির।

অর্জ্জুন। এত ভয় হৃদে যদি
কোন হেতু প্রকাশিলে রমণীর মাঝে
আত্মগর্ব্ব, শুন বীর! গৃহেতে ফিরিলে
হাসিবে মেদিনী, কাপুরুষ বলি জগত
গাইবে কলঙ্ক তব। প্রতিজ্ঞা আমার
ধেনু না পাইলে কভু না ফিরিব ঘরে।

উত্তর। যাক্ রাজ্য ধন মান অতুল বিভব
জন শূন্য হক্ বিরাট নগর
তথাপি উত্তর প্রাণ নাহি দিবে
এ কাল সমরে, এ প্রবল রিপু সহ
কভু না যুঝিব আমি।
মণ্ডূক কবে হে রথি! স্বেচ্ছায় প্রবেশে
অহি গর্ত্ত মাঝে? কিম্বা ত্রাসিত হরিণ
ছুটি আসি পড়ে কি কভু দাবানল মাঝে?

রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক পলায়ন
ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক কেশ ধারণ।

অর্জ্জুন। রাজপুত্র! বীর তুমি পাল ক্ষত্রধর্ম্ম
করহ সম্মুখ সমর যায় যাক্ প্রাণ, রাখ
কীর্ত্তি যুঝি এ প্রবল রিপুকূল সহ
পৃষ্ঠ কভু না দিও সমরে; হের ওই

আসিছে কৌরবগণ।

উত্তর। শুন বৃহন্নলে!
না চালাও রথ আর, থাকিলে জীবিত
বহু শ্রেয় হ'বে লাভ কহিনু তোমারে;
ত্যজ মোরে বিনিময়ে দিব তোরে
বিশুদ্ধ সুবর্ণ বর্ণ সহস্র দীনার—
প্রভাময়, হেমবদ্ধ বৈদূর্য্য রতন
শ্রেষ্ঠ বাজীরাজি, হেমদণ্ড সুশোভিত
শত রথ, রাজ্য মাঝে যে মাতঙ্গ প্রধান
দিব তোরে কহিতেছি আমি, নাহি কাজ
যুঝি আশীবিষ অজগর সহ।
শুনি সৈন্য কোলাহল হের কাঁপিতেছে
কলেবর মম, কর রক্ষা বৃহন্নলে!
জীবন আমার।

মূর্চ্ছিত হইয়া পতন, উত্তরের মূর্চ্ছা
অপনোদন পূর্ব্বক।

অর্জ্জুন। এ প্রবল রিপু সহ যদি না পার যুঝিতে
লহ সারথির ভার; একা আমি যুঝি
কৌরবের সহ হৃত গোধন রতন তব
পুন করিব গ্রহণ।

উত্তর। বৃহন্নলে! শুন মোর কথা, সাধ করি
নাহি দেহ বরবপু আহুতি অনলে।

অর্জ্জুন। হে রাজন! রুষিলে প্রাঙ্গনে অগ্নি কহ
হেন মূর্খ কে আছে জগতে ফেলি তায়
যায় চলি দূর দেশান্তরে রক্ষাহেতু
না করি উদ্যম?—এস এস ত্বরা
আমি লব কার্য্য ভার।

রথোপরি আরোহণ পূর্ব্বক প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

রণস্থলের অপরপার্শ্ব।

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, দুর্য্যোধন, সুশর্ম্মা, দুঃশাসন, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ইত্যাদি।

দুর্য্যো। বীরগণ! কর রণ পৃষ্ঠ কভু না দিও সমরে
অস্ত্র জালে ডুবেছে গগণ
শোণিতের স্রোতে ডুবাও ধরণী আজি।
দেখ, দেখ রে সম্মুখে আসিছে বিরাট
অস্ত্র জালে ভাসাইয়া বাহিনী, আক্রম বিরাটে।

কর্ণ। হের হের রে সম্মুখে আসিতেছে পুন
কোন রথী যুঝিবারে সুশর্ম্মা সহ?

বীরগণ! রক্ষ ত্রিগর্ত্তপতি আজি।

বেগে কর্ণের প্রস্থান।

ভীষ্ম। হে রাজন! হের দূরে শ্বেত অশ্ব লয়ে
আসিতেছে কোন রথী? বীর্য্যবান
অমিত বিক্রম শালী সারথী উহার,
অনুরূপ হয় যদি রথী
কে আঁটিবে সমরে উহারে?

দ্রোণ। হের পলাইছে রথী, সারথি ধাইছে
পিছে পিছে, অনুরূপ রথী উহার
সন্দেহ নাহিক তার।

ভীষ্ম। হের কেবা এ সারথি!
নারি কিন্তু নরবেশে—ক্লীব বটে কিন্তু,
হেরিলে উহারে ভ্রম হয় অর্জ্জুন বলিয়া।

দুর্য্যো। পাইলে অর্জ্জুন সংবাদ, শত পরাজয়
মানিব আবার। পিতামহ দিবা স্বপ্ন
হেরিতেছ কিহে আজি?

দ্রোণ। রথ গেল শমী বৃক্ষ পাশে;
হের সমীরণ কর্কর করিছে বর্ষণ
কাল মেঘে ছাইছে আকাশ
উর্দ্ধমুখে নাদিছে শিবা
অশ্রুময় আঁখি জীবগণ।
সাবধানে আত্মরক্ষা কর সবে
কর ব্যূহ রক্ষিতে গোধন—

হয় মনে আসিছে অর্জ্জুন ক্লীববেশে
যুঝিতে কৌরব বিপক্ষে। শুন ভীষ্ম!
আজি পরাজয়ি কৌরবীয় চমু, অর্জ্জুন
গোধন পুন করিবে গ্রহণ।
কেবা আছে বীর যুঝিবে উহার সাথে?

কর্ণ। আচার্য্য! কিবা হেরেছ নয়নে
যাহে নিত্য গাহ পার্থ-যশোগুণ।

দুর্য্যো। অনঙ্গ বেশধারী বীর হয় যদি অর্জ্জুন
হবে ভঙ্গ প্রতিজ্ঞা তাহার; পুন রবে
বনে দ্বাদশ বরষ। কিন্তু অন্য রথী
হ'লে নিশ্চয় বধিব উহারে শরজালে।
চল যাই যুঝিগে উহার সাথে।

সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

শমীবৃক্ষ সম্মুখ।

অর্জ্জুন ও উত্তর।

অর্জ্জুন। রাজপুত্র! শুন আদেশ আমার
উঠি বৃক্ষোপরে আন পাণ্ডবের

অস্ত্র যত; মম বাহুবল
নারিবে ধরিতে কার্ম্মুক তব।

উত্তর। বৃহন্নলে! শুনিয়াছি শব দেহ আছে
বৃক্ষ মাঝে; কহ কেমনে স্পর্শি তায়
অশুচি হইব আমি, তুমি বা কেমনে
স্পর্শিবে মোরে; রাজপুত্র আমি, কহ
কেমনে হেন অপমান করিব স্বীকার?

অর্জ্জুন। নাহি শব বৃক্ষপরে; আছে দিব্য কার্ম্মুক
ত্বরা আনি দেহ মোরে; একা গাণ্ডীব
সহস্র কার্ম্মুক তুল্য। রাজপুত্র তুমি
কেন কব অশুচি হইতে তোমা?

বৃক্ষারোহণ পূর্ব্বক উত্তরের অস্ত্র আনয়ন।

উত্তর। বৃহন্নলে! কহ সত্য মোরে কার হেন
সুখকর ধনু।

অর্জ্জুন। ছিল শরাসন ব্রহ্মার করে সহস্র বরষ,
শোভিল প্রজাপতিকরে সার্দ্ধসহস্র
বর্ষকাল; পুন পুরন্দর চন্দ্রমা বরুণ
যুঝিল এ ধনু লয়ে, হেরি পার্থ-বাহুবল
দিল ধনু ধনঞ্জয় করে।

উত্তর। বৃহন্নলে! কহ কোথায় সে পাণ্ডবগণ?
পাশ ক্রীড়া করি হারাইয়া রাজ্যধন
কোথা তাঁরা করেছেন গমন?

শুনিয়াছি ছায়া সম আছে পাঞ্চালী
পাণ্ডবের সাথে ? আহা ! কত দুঃখে
যায় দিন।

অর্জ্জুন। সুখে আছে পাণ্ডব কুমার রাজপাশে
রাজ সেবা করি কাটে দিন।

উত্তর। অধীনতাই জীবের মরণ।

অর্জ্জুন। উত্তর ! হের সম্মুখে তোমার
বিরাজে অর্জ্জুন, রাজা যুধিষ্ঠির তব
পিতৃ পারিষদ, ভীমসেন বল্লভ,
অশ্বপাল নকুল, গোপাল সহদেব ;
সৈরিন্ধ্রীবেশে দ্রৌপদী আছে তোমার আলয়ে

উত্তর। অসম্ভব ! কে যাবে প্রত্যয় তব বাক্যে ?
শুনিয়াছি দশ নাম ধরে পার্থ
কোন কালে কিবা নাম ধরিল সে জন
কহ তবে ?

অর্জ্জুন। জনপদ করি জয় শত্রু-রত্নরাজি মাঝে
করি অবস্থান তাই ধনঞ্জয় নাম মম।
রিপুদল মাঝে পৃষ্ঠ কভু
না দেই সমরে কিম্বা জয়লক্ষ্মী তার
না করি গ্রহণ রণস্থল নাহি ছাড়ি
তাই বিজয় বলি সম্ভাষে আমারে।
শ্বেতঅশ্ব ল'য়ে যুঝি রিপুকুল সাথে
তাই শ্বেতবাহন অপর নাম মম।

লভিনু জন্ম উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রে
হিমাচল মাঝে তাই ফাল্গুনী বলি
করে সম্বোধন।
পরাজিনু রণে দানব দলে
প্রসন্ন হইয়া দেবরাজ প্রদানিল
মোরে সূর্য্য সমুজ্জ্বল কিরীট তাই সে
কিরীটি আমি
শত্রু সাথে বীভৎস কর্ম্ম করি নাহি কভু
তাই দেবলোক নরলোক মাঝে
বীভৎসু নামে বিদিত আমি।
পারি আকর্ষিতে দুই হস্তে গাণ্ডীব
সব্যসাচী তাই বলে মোরে।
বসুন্ধরা মাঝে ধর্ম্মকর্ম্মে
রত আমি তাই অর্জ্জুন এক নাম মম।
বর্ণ মম কাল তাই পিতা ডাকিতেন
কৃষ্ণ বলি; যুদ্ধ কালে অরিকুল না পারে
আসিতে নিকটে আমার কিম্বা লভি জয়
করিতে গমন তাই জিষ্ণু অপর নাম মম।

উত্তর। দেব! ক্ষম মোরে—শত অপরাধে
অপরাধী আমি তব কাছে;
সৌভাগ্য আমার পাইলাম তব দরশন।
লব তব সারথ্য ভার আমি—
আছে সজ্জিত রথ তব হেতু

কহ মোরে কোথায় করিব গমন ?
থাক্ সেনা দল নাহি কাজ তায়
একা আমি যাব সাথে।

অর্জ্জুন। রাজকুমার! নাহি ভয় আর
করিব করিব সংহার শত্রুতব
গোধন লইয়া পুন ফিরিব নগরে।
শীঘ্র বাঁধহ তুণীর রথে
কর আহরণ খড়্গ স্বর্ণ-বর্ণ সমুজ্জ্বল।

উত্তর। পার্থ! শত্রু হেরি আর নাহি কাঁপে হৃদি
বৃষ্ণিবংশ শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ সম বলী যেই
দেবলোক নরলোক কাঁপে যার ভয়ে
ভাগ্য মোর, তার রথী আজি আমি।
কিন্তু মহারথি! কি কারণে ক্লীববেশে
আছ তুমি বিরাট নগরে? কিম্বা, হয়
অনুমান ক্লীববেশে আছে ভগবান
অথবা ত্রিদশপতি ইন্দ্র চিত্ররথ
অবতীর্ণ রক্ষিতে বিরাট রাজ্য।

অর্জ্জুন। ভ্রাতৃ আজ্ঞা হেতু রব এক বর্ষকাল
ক্লীববেশে,সাঙ্গ হ'লে ব্রত পুন
নিজ রূপ করিব ধারণ।

উত্তর। কহ দেব! কত দিনে সাঙ্গ হবে ব্রত?

অর্জ্জুন। হইয়াছে ব্রত সাঙ্গ মম; নহে
কে জানিত পাণ্ডব-সংবাদ।

বাহুদ্বয় হইতে বলয় উন্মোচন পূর্ব্বক
বর্ম্ম ধারণ ও বসন দ্বারা কেশ বন্ধন।

চল রথ লয়ে যথায় বিরাজে কৌরবগণ।

উত্তর। সাগরের সম কৌরব বাহিনী—কহ দেব
একা তুমি কেমনে যুঝিবে তাদের সাথে ?
কেমনে গোধন পুন করিবে গ্রহণ
সেই চিন্তা দহিছে পরাণ মম।

অর্জ্জুন। নাহি ভয় হৃদয়ে আমার
ঘোষযাত্রা কালে যবে যুঝিনু গন্ধর্ব্ব সাথে
সুরাসুর পরিবৃত ভীষণ অরণ্য
মাঝে নিবাতকবচে বধিলাম ইন্দ্রহেতু ;
খেদাইনু পৌলোমে পুন স্বয়ম্বর কালে
যবে রাজাগণ রুষিল সকলে
একা আমি যুঝিয়াছি রণে।
না ডর না ডর উত্তর !
একা আমি গোধন পুন করিব গ্রহণ
চল চল ত্বরা আর না বিলম্ব কর।

রথারোহণে উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

রণস্থল।

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপাচার্য্য, দুর্য্যোধন ইত্যাদি।

দ্রোণ। শঙ্খের নিনাদে কাঁপে বসুন্ধরা
হীনপ্রভ অস্ত্র, নিষ্প্রভ অনল তাপ
সূর্য্যদেব হীন কর আজি, উল্কারাশি
ছুটিছে চৌদিকে ;
মনে হয় অর্জ্জুন আসিছে রণে।
ধরা কারা সম হ'বে—রক্ত স্রোতে
ভাসিবে মেদিনী আজি।
হের রে সম্মুখে পলাইছে বাহিনী
ত্যজি গোধন রতন
চল ত্বরা পশিগে ব্যূহের মাঝে।

কর্ণ। কি কহ কি কহ আচার্য্য আমার !
শত্রুশরে ত্যজিব পরাণ তবু
পৃষ্ঠ কভূ না দিব সমরে ;
হয় যদি পার্থ রথী অবশ্য যুঝিবে
মোর সাথে বাণে বাণে ছাইব গগণ
দিনকর কর কেহ না দেখিতে পাবে
সংহারি অর্জ্জুনে ঋণ মুক্ত হব।
শরজালে পাড়িব রথের চূড়া

বাণের প্রভাবে আমি পাড়িব অর্জ্জুনে।

কৃপ। হে কর্ণ! হও স্থির যুক্তি কর যেবা হয়
কিন্তু পাপ যুদ্ধ না করিও কভু ;
নাহি কাজ করি রণ
কুরুদেশ রক্ষা হেতু তোষিল অনলে
সুভদ্রা হরণ কালে দ্বৈরথ যুদ্ধ হেতু
আনিল যেই শ্রীমধুসূদনে
পুন যেই জন করিল সংগ্রাম
কিরাতরূপী ভগবান সাথে
কে আঁটিবে সে দুরন্তরিপু ?
সাধিল নিত্য অসম্ভব জগতে যেই
কি সাহসে আজি যুঝিবে তাহার সাথে ?
শুন মন্ত্রণা আমার করি ব্যূহ
সৈন্য লয়ে রক্ষা কর জীবন আপন।

ভীষ্ম। মহারাজ! অতীত হয়েছে ত্রয়োদশ বর্ষ,
হয় মনে আসিছে অর্জ্জুন রণ হেতু
জয় আশা নাহি আর
হের আসিছে অর্জ্জুন যেবা হয় কর স্থির।

দুর্য্যো। পিতামহ! রাজ্য কভু না দিব পাণ্ডবে
যায় যাবে প্রাণ রণস্থলে তবু
যুদ্ধ আশা ত্যজিব না কভু।

ভীষ্ম। শুন রাজা আদেশ আমার
লয়ে চতুর্থাংশ সৈন্য তব যাও গৃহে,

গোধন লয়ে অপর দল যাক্ চলি,
অন্য দুই অংশ লয়ে কৃপ, কর্ণ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা,
আমি যুঝিব ধনঞ্জয় সাথে,
বিরাট আপনি কিম্বা আসে যদি
স্বর্গ হ'তে ইন্দ্র, পাতালে বাসুকি
নিশ্চয় রোধিব আমি।
না দেখি উপায় দেখ কেবা আসে
একা যুঝিতে কৌরব বাহিনী মাঝে
বর্ষিছে অনলরাশি দহিতে মেদিনী।

দুর্যো। যেবা হয় কর স্থির।

প্রস্থান।

ভীষ্ম। হের আসিছে অর্জ্জুন, ব্যূহ রক্ষা
কর সবে ; অশ্বত্থামা থাক বাম পাশে
কৃপাচার্য্য দক্ষিণে, আচার্য্য
মধ্যস্থলে ; সূত পুত্র দিবে রণ আগে,
পশ্চাতে থাকিয়া আমি রক্ষিব ব্যূহ।

দ্রোণ। দেখ দেখ নীল রথ চূড়া উড়িছে গগণে
রথের ঘর্ঘরে বধির হতেছে কর্ণ
ধ্বজাগ্রবর্ত্তী বানর নাদিছে উচ্চে
দেখ দেখ আসিছে দুই শর
চরণে আমার করিতে প্রণতি।
হের হের পুন আসিছে দুই শর
রক্ষ রক্ষ আত্মদেহ সবে।

পট পরিবর্ত্তন।

অর্জ্জুন। রাজপুত্র! যবে ত্যজিব বাণ অশ্ব রজ্জু
শ্লথ করি দিবে; দেখি চারিদিকে ভ্রমি
কোথা আছে পাপী দুর্য্যোধন—
জিনিলে তাহারে রণে পরাজয় মানিবে সবে;
হের দ্রোণ, পশ্চাতে উহার
অশ্বত্থামা, ভীষ্ম, কৃপ কর্ণ—
কৈ কোথা দুর্য্যোধন? বোধ হয়
লয়ে গোধন রতন পলাইছে পাপী।
নাহি কাজ বৃথা যুঝি কৌরবের সাথে
চল যাই তার অন্বেষণে।

প্রস্থান।

দ্রোণের প্রবেশ।

কৃপ। ধাইছে অর্জ্জুন দুর্য্যোধন লক্ষ্য করি,
চল যাই সবে রক্ষিতে রাজায়।
না রক্ষিলে রাজা কে আটিবে অর্জ্জুনে।

দ্রোণ। চল ত্বরা যাই তথা।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

রণস্থলের অপর পার্শ্ব।

অর্জ্জুন ও উত্তর।

অর্জ্জুন। রাজপুত্র! আছে অল্প মাত্র সেনা আর
বধি তায় চল ত্বরা যথায় বিরাজে
কৌরবীয় রথী—রাজা দুর্য্যোধন।
হের রে সম্মুখে আসিছে দাসীপুত্র
যুঝিবারে মোর সাথে; যার তেজে বলীয়ান
রথী, বধিব আজি তার সাথে ওরে—
শ্লথ কর অশ্বরজ্জু, সারথি আমার!
পাড়িব এই শবে বিকর্ণ রথী—

(শরত্যাগ।)

ঐ দেখ পড়িয়াছে বিকর্ণ।

পুনঃ পুনঃ শরত্যাগ।

পড়িয়াছে রথী সারথির সাথে—
মেরু যেন দুই চির।

কর্ণের প্রবেশ।

রক্ষ রক্ষ প্রাণ কর্ণ মহারথী।

(দূরে শঙ্খ ও ভেরীর শব্দ।)

কর্ণ। দেখিব কত শক্তি আছে তব ভুজে,
বীর কার্য্য দেখাও জগতে।

অর্জ্জুন। ধন্য বল দাসী-পুত্র তব,
এতক্ষণ রহিয়াছ স্থির যুদ্ধ-ক্ষেত্রে।

কর্ণ। রক্ষ অস্ত্র মম—রক্ষ জীবন।

(শরত্যাগ।)

ওহো! আর নাহি পারি
হীনবল ক্রমে হতেছে শরীর মম।

কর্ণের প্রস্থান।

অর্জ্জুন। চল ত্বরা যথায় বিরাজে কৌরবীয় রথী।
নীল রথ-চূড়া যার উড়িছে আকাশে
ঐ কৃপাচার্য্য নামে বীর; অদূরে
বিরাজেন মহারথী আচার্য্য আমার,
চল ত্বরা বন্দিগে চরণ।

উত্তর। পার্থ! দেহ পরিচয় কোন কোন রথী
যুঝিছে রণস্থলে।

অর্জ্জুন। হের, হের রে দূরে ধ্বজদণ্ডে কোদণ্ড
লম্ববান যার আচার্য্য তনয় সেই।
হেম-কেতন-লম্বিত মাতঙ্গ দল মাঝে
স্বর্ণ-বর্ম্ম করি পরিধান আছে রথোপরে
তবু রক্ষিছে যাহারে সৈন্য সমুদয়
সেই রাজা দুর্য্যোধন—অভিমান অন্তরে
উহার, নাহি ক্ষিপ্রকারী রথী ওর সম।

নাগ-বন্ধন-রজ্জু লম্ববান
রথে যার সেই তব কর্ণ মহারথী ;
সূর্য্য-তারা-লাঞ্ছিত-ধ্বজ, পাণ্ডু বর্ণ
সুনির্ম্মল আতপত্র শোভে যার শিরে,
দিবাকর সম আছে যেবা সৈন্য মাঝে
চন্দ্রার্ক-সুবর্ণ-শিরস্ত্রাণ শোভে
যার শিরোপরে উনি ভীষ্ম।

পট পরিবর্ত্তন।

ভীষ্ম। অহো অস্ত্রজালে ঢেকেছে আকাশ
রক্তস্রোতে ভাসিবে ধরণী।
হের মূর্ত্তিমান বাণ ছুটিছে চৌদিকে
দহিতে প্রজায়, বর্ষে বাণ সূর্য্যরশ্মি সম
সংহারিতে সৈন্য সমুদয়।

প্রস্থান

অর্জ্জুন, উত্তর ও কর্ণের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। শুনি লোক মুখে কর দর্প তুমি
নাহি বীর তব সম জগত মাঝারে,
আজি পাইয়াছি রণস্থলে
দেখি কেবা বীর আছে এ জগতে ?
যবে দুঃশাসন আনিল কেশে ধরি
দ্রৌপদীরে সভামাঝে সাধিতে

কৌরব মঙ্গল নির্ব্বাক ছিলে তুমি,
ছিনু বদ্ধ প্রতিজ্ঞায় আমি তাই
বাঁচিয়াছ প্রাণে,
যুঝ বীর দেখুক জগত কেবা আছে রথী।

কর্ণ। ধর্ম্মপাশে বদ্ধ থাকি চিত্রপুত্তলি
সম ছিলে দাঁড়ায়ে সম্মুখে আমার,
আজি সেই রূপ থাকিবে তুমি।
ছার তুই রথী, আসে যদি দেবরাজ
যুঝিতে সহায়ে তোর নারিবে রক্ষিতে।

অর্জ্জুন। হাসি পায় তোর কথা শুনি
রক্ষিল জীবন পৃষ্ঠ দিয়া রণে যেই
অনুজ যাহার শুয়েছে রণস্থলে
তার গর্ব্ব হেন কেন?

উভয়ের যুদ্ধ কর্ণের মুর্চ্ছিত হইয়া পতন ও কিঞ্চিত পরে চৈতন্য লাভ করিয়া পলায়ন।

চল রথি যথা বিরাজেন ভীষ্ম মহামতি।

উত্তর। নারি রাখিতে রজ্জু হস্তেতে আমার
হেরি রক্ত-স্রোত জ্ঞান হারা হইতেছি আমি।
জীবনে আমার হেন বীর সমাগম
কভু নাহি হেরেছি নয়নে।

অর্জ্জুন। সারথি আমার রাজকুলে জন্ম তব
সাধিয়াছ বহু কার্য্য রণে

কেন ভীত তুমি বুঝিতে না পারি ?
চল ভীষ্ম পাশে, শরাঘাতে মৌর্ব্বী তার
করিব ছেদন, অস্ত্রজালে আঁধারিব
ধরা, বিদারিব ভূধর শ্রেণী, কুরুকুল
করিব নির্ম্মূল রণে। রক্ষ শরজাল
সারথি আমার ! দুঃশাসন বিবিংশতি
আসিতেছে আক্রমিতে মোরে।
হের রে সম্মুখে আসিতেছে
দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, দুর্য্যোধন
আঁধারিয়া দশ দিশি
ত্যজি বাণ ঐন্দ্র অস্ত্র মোর
দেখি কেবা থাকে রণস্থল মাঝে।

উত্তর। ওহো ! দাবানল উঠিল জ্বলিয়া যেন
রণস্থল মাঝে দহিতে বাহিনী।

অর্জ্জুন। দেখ দেখ আসিতেছে ভীষ্ম মহাবীর
যুঝিবারে মোর সাথে, এড়ি দিব্যবাণ।

সৈন্য সহ ভীষ্মের প্রবেশ ও অর্জ্জুনের
প্রতি শরত্যাগ।

ধন্য বীর ধন্য বাহুবল তব।

ভীষ্ম। সৈন্যগণ কর রণ, থাকিতে জীবন
পৃষ্ঠ কভু না দিও সমরে, যায় যাবে
প্রাণ রাখ মান একাল সমরে।

করি আক্রমণ রাখ কীর্ত্তি ধরা মাঝে।

উত্তর। অহো! ঘোর অন্ধকারে ব্যাপিল মেদিনী
কিছুই না হেরি আর, যম রূপী রথীদ্বয়।

অর্জ্জুন। ধন্য ধন্য বল তব,
শরত্যাগে ভীষ্মের শরাসন ছেদন।

ভীষ্ম। অহো! ব্যথিত হতেছে হৃদি, অবসন্ন
শরীর আমার—আর না পারি যুঝিতে।

প্রস্থান।

অর্জ্জুন। হের আসিছে দুর্য্যোধন—এড়িবাণ।

দুর্য্যোধনের প্রবেশ ও শর বিদ্ধ হইয়া
পলায়নোদ্যত।

কোথা যাও বীর ছাড়ি রণস্থল;
কেন বা অকলঙ্ক কৌরবের কুলে
কলঙ্ক দিতেছ ঢালি? কোথা সে দর্প তব
কোথায় কৌরব রথী—দ্রোণ আদি বীর?

দ্রোণ, কৃপ, দুঃশাসন ইত্যাদির প্রবেশ।

দ্রোণ। রক্ষ রাজপুত্রে, বীরগণ। করি রণ
বিনাশ অর্জ্জুনে।

অর্জ্জুনের প্রতি শরত্যাগ।

না পালাও না পালাও সৈন্যগণ
আগুবাড়ি আক্রমি অর্জ্জুনে নাশ তারে।

অর্জ্জুন। শরজালে আচ্ছন্ন হয়েছে দিশি
দেহ দেহ রথী মহাশঙ্খ মম
দেখি কেবা যুঝে রণস্থলে।

শঙ্খের শব্দ ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া বেগে প্রস্থান।

জিনিয়াছি রণে
চল গোধন পুন করিগে গ্রহণ।
কহ তব গোপালগণে লয়ে যাক্ গৃহে
আদেশ তাদের বিজয় ঘোষণা
করিতে ঘরে ঘরে।

উত্তরের বেগে প্রস্থান ও পুন প্রবেশ।

শুন রাজপুত্র! কিরূপে জিনিলে রণ
না কহিও নগর ভিতর
না কহিও পাণ্ডবের কথা।
জিজ্ঞাসিলে লোকে কবে নিজ ভুজবলে
জিনিয়াছি রণ—পাণ্ডবের পরিচয়
পাইলে জগত রাজ্য যাবে রসাতলে।

উত্তর। প্রভু বাক্য কভু না করিব লঙ্ঘন।

অর্জ্জুন। রাজপুত্র! চল যাই বিরাট নগরে।
অহো! পড়িল মনে উত্তরার কথা—

উত্তর। লইব মুকুট পথ হ'তে।

উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

বিরাট, মন্ত্রীদ্বয় পাণ্ডব চতুষ্টয়, ও একজন দাসী।

বিরাট। কহ দাসি! কোথা উত্তর প্রিয় পুত্র মম?

দাসী। শুনিয়াছি রাজপুত্র লয়ে বৃহন্নলা
করেছে গমন যুঝিতে কৌরব সাথে।

বিরাট। শুন মন্ত্রি! প্রের ত্বরা সৈন্যদল
উত্তরের রক্ষা হেতু; কিম্বা আনি দেহ
সংবাদ আমারে।
হায়! হয় মনে গত জীব হয়েছে কুমার।

যুধি। বৃহন্নলা সারথি যাহার অবশ্য সে
জিনিবে রণ, ছার সে কৌরব
যক্ষ রক্ষ মানে পরাজয় তার কাছে।

দূতের প্রবেশ।

দূত। পরাজিত আজি শত্রুকুল হে রাজন!
আসিছে সারথি সহ রাজপুত্র লইয়া গোধন

বিরাট। সুখী হ'ল হৃদয় আমার।

যুধি। বৃহন্নলা রথী যার সে কি কভু মানে পরাজয় ?

বিরাট। দেহ আজ্ঞা মন্ত্রীবর ! রাজ্য মাঝে
বিজয় উৎসব করিতে ঘোষণা
উড়াইতে কেতন দ্বারে দ্বারে।
কহ সৈরিন্ধ্রীরে আনিবারে
অক্ষ মম, ক্রীড়া করি কঙ্ক সাথে।

অক্ষ লইয়া সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ।

যুধি। মহারাজ ! শুনিয়াছি হৃষ্ট সাথে
অক্ষ ক্রীড়া উচিত না হয় কিন্তু
একান্ত অভিলাষ যদি করিব ক্রীড়া তব সাথে।

ক্রীড়া আরম্ভ।

বিরাট। জিনিয়াছে রণ আত্মজ আমার
কৌরবীয় মহারথি সাথে।

যুধি। বৃহন্নলা সারথি যার কোথা পরাজয় তার ?

বিরাট। মম পুত্রসম ক্লীবে কর প্রশংসা তুমি,
নাহি জ্ঞান তব তাই বার বার
হেন অপমান কর মোরে, কিন্তু
থাকে যদি জীবনের আশা
হেন কথা কভু না আনিও মুখে।

যুধি। হে রাজন ! এক মাত্র বৃহন্নলা বিনা

কৌরবীয় রথী সাথে দেবরাজ
নারিবে করিতে রণ রাজপুত্র কোন ছার।

বিরাট। হেন কথা না কহিও আর
নিয়ন্তা না থাকিলে কে চলে ধর্ম্ম পথে ?

অক্ষদ্বারা যুধিষ্ঠিরের নাসিকাতে আঘাত ও অঞ্চল দ্বারাগ্রহণ ও সৈরিন্ধ্রীর বারিপূর্ণ স্বর্ণ পাত্রে শোণিত ধারা ধারণ।

দ্বার রক্ষকের প্রবেশ।

দ্বার র। হে রাজন। রাজপুত্র বৃহন্নলা সাথে
আছে দ্বারে দণ্ডায়মান।

বিরাট। কর ত্বরা আনয়ন দোঁহে।

যুধি। না আন বৃহন্নলায় রাজার সম্মুখে।

দ্বারবানের প্রস্থান ও প্রবেশ।

উত্তর। একি ! কে প্রহারিল এঁরে ?
কেবা আসি পড়িল অনলে ?

বিরাট। বৎস ! দূত মুখে শুনি বিজয় সংবাদ
আনন্দে প্রশংসিনু তোরে, কিন্তু
কুটিল ব্রাহ্মণ বার বার কহিল আমারে
বৃহন্নলা হেতু তুমি, জিনিয়াছ রণ ;
ক্রোধবশে তাই করিনু প্রহার।

উত্তর। কর পিতা প্রসন্ন ব্রাহ্মণে নহে
ব্রহ্মবিষে স্ববংশে মজিব এখনি।

যুধি। ক্রুদ্ধ আমি নাহি হে রাজন! কিন্তু যদি
রুধির আমার পতিত হইত ভূমে
নিশ্চয় সমূলে নির্মূল হ'তো, রাজ্য তব।

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

বিরাট। (উত্তরের প্রতি) আয় বৎসে ক্রোড়েতে আমার
জিনিয়াছ রণে কর্ণ রথী;
ক্ষত্রিয়ের আচার্য্য বলি বিদিত
জগতে যিনি মানিল পরাজয় তব কাছে।

উত্তর। হে তাতঃ! আমি না জিনেছি রণ।
দেব পুত্র এক আসি সহায়ে আমার
করি রণ জিনেছে সংগ্রাম।

বিরাট। কোথায় সেই দেব পুত্র,
পদযুগ তার অর্চ্চিব আমি।
চল সবে উৎসবে করি যোগ দান।

অর্জ্জুন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

উত্তরার প্রবেশ।

উত্তরা। কোথা বৃহন্নলে! বসন আমার?

অর্জ্জুন। রাখিয়াছি নৃত্যশালা মাঝে বিবিধ বসন

লয়ে তায় সুখে ক্রীড়া করগো জননি !

উত্তরা। চল বৃহন্নলে ! যাই তথা।

অর্জ্জুন ও উত্তরার প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

যুধিষ্ঠির ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদী আসীন।

যুধি। বহুদিন সত্য-পূর্ণ হ'য়েছে আমার,
শোকে দুঃখে গেছে এক বর্ষ কাল ;
এবে করিয়াছি স্থির শুভ দিনে
হইব প্রকাশ পুন।

ভীম। ধর্ম্মরাজ ! শুনিয়াছি আজি শুভ দিন।

অর্জ্জুন। তবে বিলম্বে কি কাজ দেব !
হইয়া প্রকাশ বসাইব
কৃষ্ণারে রাজ সিংহাসনে।

উত্তরের প্রবেশ।

উত্তর। সৌভাগ্য আমার হেরিলাম তোমা সবে
দেহ আজ্ঞা দেব ! এ দাসে
আছে কিবা কার্য্য করিতে সাধন।

যুধিষ্ঠির সিংহাসনে আসীন, বামে কৃষ্ণা, এক পার্শ্বে
ভীম ও নকুল, অপর পার্শ্বে অর্জ্জুন, সহদেব
ও উত্তর দণ্ডায়মান।

বিরাটের প্রবেশ।

বিরাট। (উত্তরের প্রতি) ছিছি! রাজপুত্র হয়ে
দাস ভাবে কেমনে রয়েছ দাঁড়ায়ে—
নাহি কিরে মৃত্যু তোর?
কঙ্ক! সভ্যরূপে করেছি বরণ তোরে
রাজসিংহাসনে কিবা অধিকার তব?
নিশ্চয় কুলটা তুমি গো সৈরিন্ধ্রি!
সম্মুখে আমার কেমনে রয়েছ বসি
কঙ্ক বাম পাশে; ছি ছি নাহি লজ্জা তব।

অর্জ্জুন। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) হে রাজন্!
দেবরাজ অর্দ্ধাসনে করি আরোহণ
সুশাসিবে ধরা যেই, হেরি যার রূপ
নিত্য মোক্ষ লভে নর, সেই দেব
মূর্ত্তিমান দয়া—এ সিংহাসন
নহে অধিকারি, কেমনে কহিলে তুমি?
কীর্ত্তি যার সূর্য্য-প্রভা-সম উদ্ভাসিত
চারি দিকে, সেই কুরুবংশকুলচূড়া
হের রাজা যুধিষ্ঠির সম্মুখে তোমার।

বিরাট। অসম্ভব! সত্য যদি যুধিষ্ঠির
ইনি, কহ কোথা তবে ভীমার্জ্জুন
কোথা মাদ্রীপুত্রদ্বয়, কোথা সেই
যশশ্বিনী দ্রুপদনন্দিনী।

উত্তর। দ্রৌপদীর হেতু গন্ধমাদন পর্ব্বতে
ক্রোধবশে যক্ষগণে বধি
সৌগন্ধি কুসুম করিল চয়ন
বধিল কীচকে সহ ভ্রাতৃগণ যেই
সেই গন্ধর্ব্ব অমিত বিক্রম ভীম ইনি।
মৃগকুল সংহারকারী কেশরী সম
নিপাতিল রিপুকুল গো-গৃহ রণে;
কৃতান্ত সম ভ্রমিল রণস্থলে
যে দেব কুমার, ভুজবলে যার
হইল রক্ষা রাজ্য তব, যার শঙ্খনাদে
বধির হয়েছে কর্ণদ্বয় মম,
হের সেই দেবপুত্র—অর্জ্জুন।
গোপাল অশ্বপাল কার্য্যে ব্রতী যারা
ছিল তব রাজ্য মাঝে হের সেই মাদ্রীপুত্রদ্বয়;
কর পূজা পাণ্ডুরতনয়ে আজি।

বিরাট যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসন হইতে
আলিঙ্গন করিয়া।

বিরাট। সখা ক্ষম অপরাধ মম।

তোমার আশ্রয়ে বহু বিঘ্ন দলিপদে
সুখে রাজ্য করিলাম আমি। ইচ্ছা মম,
সম্বন্ধ সূত্রে বদ্ধ হই দুই জনে—
দেই অর্জ্জুনের করে উত্তরা আমার।

অর্জ্জুন। হে রাজন অন্তঃপুরে থাকি তব কন্যা সহ
করিয়াছি বহু কাল বাস; পিতৃসম
শিখায়েছি তারে নৃত্যগীত।
বিবাহ করিলে তারে মন্দ কবে লোকে
ইচ্ছা মম উত্তরারে পুত্রবধু রূপে
করিতে গ্রহণ।

বিরাট। যথা ইচ্ছা কর দেব।
কে আছ এখানে, প্রের যান বেগবান,
কর ঘোষণা চারি দিকে
করিব উত্তরা অভিমন্যু করে সমর্পন।

যুধি। রে দূত!
যাও ত্বরা, কহ বাসুদেবে,
প্রণাম মম জানাইও পদে তাঁর।

বিরাট। সৌভাগ্য আমার— সম্বন্ধ সূত্রে
বদ্ধ হব তব সাথে; পবিত্র হইবে কুল।
লহ রাজ্যভার হে রাজন!
রব আমি দাস রূপে তব পাশে।

বিরাটের প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ ও অভিমুন্যর প্রবেশ।

উত্তরার সহিত বিরাটের পুনঃ প্রবেশ।

বিরাট। সকল জনম মম সফল জীবন ;
দেবকূল নিত্য না পায় দেখিতে যাঁরে ;
যে চরণ লাভ আশে যোগীজন
জীবন বিকায়, কিবা সৌভাগ্য আমার
পাইলাম তাঁরে গৃহ মাঝে।
শ্রীপদপঙ্কজ রজে উদ্ধার হইল
মৎস্য কূল, জীবনের আধাবাধা
গেল দূরে, পাপী আমি হইনু উদ্ধার।

কৃষ্ণ। হে রাজন !
তব সম পুণ্যবান রাজা কে আছে জগতে ?
ধর্ম্ম আপনি লভিল আশ্রয় যার পাশে
দেবকূল সুপ্রসন্ন যার প্রতি
পুণ্যবান সেই রাজা।

বিরাট। (উত্তরের প্রতি।) কর পূজা শ্রীমধুসূদনে
পাণ্ডবের সহ।

বরণডালা ইত্যাদি লইয়া স্ত্রীআচার জন্য কুলবালাগণের প্রবেশ ও বরণ করিতে আরম্ভ।

কৃষ্ণ। আয় বৎস ! করি আশীর্ব্বাদ তোরে ;
পিতা সম হও জয়ী

ন্যায় রণে সদা তুমি। একা তুমি—
সপ্তরথী সম।

(উত্তরার শিরশ্চুম্বন পূর্ব্বক)

পতির সেবায় রত রহ চিরকাল।

বিরাট। দেহ অনুমতি শ্রীমধুসূদন
তনয়ারে করি সমর্পণ অভিমন্যু করে।

উত্তরা ও অভিমন্যুর হস্ত গ্রহণ করিয়া।

আজি শুভদিনে অর্পিলাম তব করে
তনয়ায় মম।

যবনিকা পতন।

সম্পূর্ণ

জয়দ্রথ বধ সম্বন্ধে সাময়িক সংবাদ পত্রের মত।

"জয়দ্রথ বধ !" দৃশ্য কাব্য, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য ৸৹ আনা। আজি কালি সচরাচর যেরূপ নাটক সকল প্রকাশিত হইয়া থাকে ইহা সেই শ্রেণীর নহে। আমরা ইহা পাঠ করিয়া সুখী হইলাম; ইহাতে রচনার বিলক্ষণ নৈপুণ্য ও প্রগাঢ়তা আছে, এবং স্বভাবের বর্ণনা গুলি অতি মিষ্ট ও হৃদয় গ্রাহী হইয়াছে। কৈলাস পর্ব্বতে মহাদেব, নন্দী ও দুর্গার কথোপকথন অতি উত্তম হইয়াছে। ইহাতে যত গুলি গান আছে তাহার প্রায় সকল গুলিই উত্তম হইয়াছে। সময় ১৭ই অগ্রহায়ণ ১২৯১ সাল।

আমরা আশ্চর্য্য হইলাম সুরেন্দ্র বাবু কেন এরূপ ছন্দে নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার লেখা পড়িয়া স্পষ্টই বুঝা যায়, তিনি একজন প্রকৃত কবি। যেখানে যে ভাবে যে রস ঢালিতে হয় সুরেন্দ্র বাবু তাহা বেশ জানেন চরিত্র চিত্র অঙ্কনে বিশেষ পটু। ভাবরসের সামঞ্জস্যে কথার বাছনি চমৎকার। আমরা জয়দ্রথবধের যে পৃষ্ঠাটী পড়িয়াছি তাহাতেই রস পাইয়াছি ভীম, দ্রোণ, অর্জ্জুন প্রভৃতির বীররসাত্মক কথা শুনিয়া যেরূপ শরীরের শোণিত উষ্ণ হইয়াছে আবার ডাকিনীগণের বীভৎসরসের কথা শুনিয়া ভয়ে সেইরূপ শরীর কণ্টকিত হইয়াছে। বিধবাবালা অর্জ্জুনবধূ উত্তরার পূর্ব্ব স্মৃতিতে স্বামী সহবাসের সুখ স্মরণ করিয়া যে কয়েকটি কথা কহিয়াছেন তাহা পাঠকরিয়া আমরা অশ্রুপাত করি-

য়াছি। সাহিত্য সংসারে ইহা একটি উপাদেয় পদার্থ হই-য়াছে—সাধারণ নাট্য সমাজও ইহার অভিনয় করিয়া সুখী হইতে পারেন। প্রভাতী ২০শে অগ্রহায়ণ ১২৯১ সাল।

"জয়দ্রথ বধ" পুরাণান্তর্গত কাব্য। "কর্ম্মফল" সনাতন ধর্ম্মের মূলমন্ত্র। গ্রন্থকার এই কাব্য খানি যে সনাতন ধর্ম্মের পুরাণ হইতে লিখিতেছেন তাহা ভুলেন নাই। "কর্ম্মফলের কথা" নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। অর্জ্জুন মুগ্ধ হইয়া পড়িলে শ্রীকৃষ্ণ

"কার্য্য মাত্র সার
' কার্য্য কভু ভুলিওনা

এই মহামন্ত্র দিয়াছেন। এই মহামন্ত্র আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন। গ্রন্থকার সুভদ্রার মুখ হইতে যে কথা গুলি বাহির করিয়াছেন তাহা যথার্থই বীর-পত্নীর কথা। নারীকুল শিক্ষা কর। সিন্ধুমুনির চিত্র দুইবার মাত্র দেখা গিয়াছে কিন্তু দুইবারেই পাঠকের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছে। কাব্য পাঠে যদি মনে উচ্চভাবের সঞ্চয় না হয় তবে সেরূপ কাব্য না পড়াই উচিত। এ কাব্য খানিতে অনেক গুলি দেখিবার ও শিখিবার জিনিষ আছে। পুস্তক খানি আমাদের যেরূপ ভাল লাগিয়াছে ভরসা করি সকল পাঠককে সেইরূপ লাগিবে। প্রজাবন্ধু ৫ই পৌষ ১২৯১ সাল।

এই পুস্তকের অভ্যন্তরে মধুর অভাব নাহি।—

এডুকেশন গেজেট ৫ই পৌষ।

সুরেন্দ্র বাবুর এই কাব্য খানি পড়িয়া আমরা যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই কাব্য নাটকের ছড়াছড়ির সময় এক খানি কাব্য লিখিয়া পাঠককে তুষ্ট করা বড় সহজ কথা নহে। তায় আবার এখানি ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষরে লেখা ; ইহাতেও যে বই এত ভাল লাগিল এ সুরেন্দ্র বাবুর বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় বলিতে হইবে। ভাষা যেমন সরল ও সুমিষ্ট, ভাবও অনেক-স্থলে তেমনই উৎকৃষ্ট। জয়দ্রথ বধ বাঙ্গালা সাহিত্যে এক-খানি আদরণীয় পুস্তক সন্দেহ নাই। বঙ্গবাসী ২০শে পৌষ।

সুরেন্দ্র বাবু এই দৃশ্যকাব্য খানিকে অভিনয়ের উপযোগী করিয়া লিখিয়াছেন। এখানি বীররস প্রধান কাব্য। অর্জ্জুন ও জয়দ্রথের বীররসাপ্লুত উক্তি গুলি পাঠ করিলে গ্রন্থকারের ক্ষমতার প্রশংসা করিতে হয়। আবার শ্মশানে ডাকিনী ও পিশাচ চতুষ্টয়ের কথোপকথন বীভৎস রসের সুন্দর চিত্র। অর্জ্জুনের দেবোপম বীর চরিত্র গ্রন্থকারের লেখনীর দ্বারা ম্লান ভাব ধারণ করে নাই। সংক্ষেপে গ্রন্থখানি সুপাঠ্য ও প্রশংসার যোগ্য। সঞ্জীবনী ২৭শে পৌষ।

আজি কালি বঙ্গীয় নাটকাকারে যে সকল আবর্জ্জনা মুদ্রা যন্ত্র হইতে প্রতিদিন বাহির হইতেছে, এই নাটক খানি সেরূপ নহে। আমরা ইহাতে কাব্যের অনেক গুলি গুণ পরিস্ফুট দেখিয়া যথার্থ সন্তোষ লাভ করিয়াছি, ইহার ভাষা অতি প্রাঞ্জল ও মধুর এবং আদ্যোপান্ত অমিত্রাক্ষরে গ্রথিত হওয়াতে অভিনয়ের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। পুত্রশোকে অর্জ্জুনের বিলাপ, কৃষ্ণের সান্ত্বনা, উত্তরার পতি

বিয়োগ কাতরতা, দুঃশীলার পতিপরায়ণতা প্রভৃতি চিত্র গুলি অতি মধুর, কোমল ও চিত্তাকর্ষী হইয়াছে। ফলত জয়দ্রথ বধ কাব্যখানি যদিও প্রথম শ্রেণীর না হউক মধ্যম শ্রেণীতে ইহা উচ্চ আসন পাইবার যোগ্য তাহার আর সন্দেহ নাই। এরূপ সন্নীতি ও সাহসিকতাপূর্ণ কাব্য দেশে যত প্রচারিত ও অভিনীত হইবে দেশের ততই মঙ্গল। পতাকা ৪ঠা মাঘ।

এই পুস্তক খানিতে কবিত্ব আছে।

সোমপ্রকাশ ১৪ই মাঘ।

যে মহাকাব্য মহাভারতের সুধাময়ী কল্পনায় আজ ভারতবাসী অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছে সেই পীযূষোপম মহাভারতের একটি অংশ লইয়াই 'জয়দ্রথ বধ দৃশ্য কাব্য' রচিত হইয়াছে। যদিও সেই বেদব্যাসের লেখনী নিস্বৃত শ্লোক সমুহের ভাব গ্রহণ করিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন এক প্রকার বিড়ম্বনা তত্রাচ সুরেন্দ্র বাবুর এই চেষ্টা প্রশংসনীয়; কেননা তিনি সর্ব্ব বিদিত বিষয়টিতে আপন ক্ষমতা এবং নৈপুণ্য অতি সুন্দর রূপেই প্রদর্শন করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় দৃশ্যকাব্যের মধ্যে ইহা এক খানি উৎকৃষ্ট দৃশ্য কাব্য। লেখকের রচনা চাতুর্য্যে এবং তাঁহার সুরুচিতে আমরা বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম। সারস্বতপত্র ১৮ই ফাল্গুণ।

নাটক পাড়িয়া আমরা সুখী হইয়াছি, এবং অভিনয়ে যে ইহার সৌন্দর্য্য আরও পরিস্ফুট হয় তাহাও আমাদের বিশ্বাস। দৈনিক ৫ই আশ্বিন ১২৯৩ সাল।